শুভ নববর্ষ ১৪২২

এপ্রিল ২০১৫, চৈত্র-বৈশাখ ১৪২১-২২

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

> প্রত্যেককেই সৎভাবে জীবনযাপন করতে হবে। মনে রাখতে হবে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি সুনাম আছে

সুলতানা সুফিয়া আখতার
প্রাক্তন যুগ্মপরিচালক

আমাদের এবারের অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্তন যুগ্ম পরিচালক সুলতানা সুফিয়া আখতার। ১৯৮০ সালের ২৯ এপ্রিল পরিসংখ্যান বিভাগে প্রথম নারী কর্মকর্তা হিসেবে তিনি অফিসার পদে যোগদান করেন। ২০০৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি দীর্ঘ কর্মজীবন শেষে চাকরি থেকে অবসর নেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের এই কর্মকর্তার সাথে আলাপচারিতায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনের স্মৃতি এবং ব্যক্তিগত নানা অনুভূতি।

অবসরের পর সময়টা কিভাবে উপভোগ করছেন ?

অবসরের পর আমি এখন ধানমণ্ডিতে নিজ বাসায় পরিবার আর সংসার নিয়ে সময় কাটাই। যখন কর্মব্যস্ত ছিলাম তখন আত্মীয়-স্বজনদের সময় দেয়া, তাদের ভালোমন্দের খোঁজখবর রাখা একটু কঠিন ব্যাপার ছিল। তাই এখন আমি নিয়মিত তাদের সাথে যোগাযোগ করি, সময় দেই। একারণে অবসরের পর জীবনটা ভালোই উপভোগ করছি।

আপনার চাকরিজীবনের শুরুর দিকের কিছু কথা শুনতে চাই-

আমি পরিসংখ্যান বিভাগে প্রথম নারী কর্মকর্তা হিসেবে ১৯৮০ সালে যোগদান করি। তখন আমাদের ডিপার্টমেন্টের সাথে গবেষণা আর আইটি বিভাগ একত্রিত ছিল। আমাদের বিভাগটি ছিল খুব ছোট একটি বিভাগ। কিন্তু সংখ্যায় কম মানুষ থাকায় পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক ছিল খুব ভালো। আমরা সবাই সবাইকে চিনতাম। দুপুরে একসাথে খাবার খেতাম। পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে কখনও ঢাকার বাইরে ট্রান্সফার করা হতো না। যার ফলে এখানেই আমার চাকরিজীবনের শুরু আর এখানেই শেষ।

'আমরা একটি পরিবারের মতো ছিলাম'- সুলতানা সুফিয়া আখতার

আপনার পরিবার সম্পর্কে কিছু জানতে চাই-

আমার একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। আমার মেয়ে ঢাকায় একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। ছেলে একটি বেসরকারি ব্যাংকে নির্বাহী অফিসার হিসেবে কাজ করছে। দুই ছেলেমেয়েই অবিবাহিত। আমার স্বামী আতিকুর রহমান মাসুদ। তিনি ঢাকা ওয়াসাতে চাকরি করতেন, বর্তমানে তিনিও অবসরে আছেন।

আপনি যখন চাকরি করতেন তখনকার বাংলাদেশ ব্যাংক আর বর্তমান সময়ের বাংলাদেশ ব্যাংক- দুইয়ের মধ্যে তুলনা করবেন কিভাবে ?

আমি যখন কর্মরত ছিলাম তখনতো এত প্রযুক্তির সমাহার ছিল না। এখন সবকিছুই ডিজিটাইজড করা হয়েছে। তখন একটিমাত্র কম্পিউটার দিয়ে আমাদের সবাই কাজ করতেন। হাতে হাতে প্রায় সব কাজ করতে হতো। যার ফলে কাজে সময় ও শ্রম এখনকার তুলনায় অনেক বেশি লাগত। আর এখন প্রত্যেকের টেবিলে কম্পিউটারের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। আধুনিকায়ন হয়েছে প্রত্যেকটি বিভাগের প্রায় সব ক'টি সেকশনেই। এখন পরিবেশও অনেক উন্নত হয়েছে।

কর্মকালীন কোন আনন্দের স্মৃতি কি আপনার মনে পড়ে ?

চাকরিজীবনের অসংখ্য স্মৃতি তো সবারই থাকে। আমার সবচেয়ে ভাল লাগত আমার সহকর্মীদের সাথে সুসম্পর্ক। আমরা একটি পরিবারের মতো ছিলাম। সিনিয়ররা আমাকে অনেক স্নেহ করতেন আর জুনিয়ররাও শ্রদ্ধা করতেন। আমরা বিভিন্ন উপলক্ষকে সামনে রেখে নানান ধরনের ছোট ছোট অনুষ্ঠানের আয়োজন করতাম। মাঝেমাঝে বনভোজনে যেতাম সবাই মিলে। সেগুলো আমার জীবনে মধুর স্মৃতি হয়ে আছে। সবাই আমার সাথে সুন্দর ব্যবহার করতেন, এখনও করেন। এজন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে আসতে আজও আমার অনেক ভালো লাগে।

যারা নবীন তাদের কাছে আপনি কী প্রত্যাশা রাখেন ?

নবীন কর্মকর্তাদের কাছে আমি একটাই প্রত্যাশা করি সেটি হলো- সৎ থাকা। সবাই সৎ ব্যক্তিকে পছন্দ করে। চাকরিজীবনে নানা প্রলোভন আসবে, কিন্তু প্রত্যেককেই সৎভাবে জীবনযাপন করতে হবে। মনে রাখতে হবে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি সুনাম আছে। এই সুনাম অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। ধন্যবাদ।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

সম্পাদনা পরিষদ

■ **উপদেষ্টা**
ম. মাহফুজুর রহমান

■ **সম্পাদক**
এফ. এম. মোকাম্মেল হক

■ **বিভাগীয় সম্পাদক**
মোঃ জুলকার নায়েন
সাঈদা খানম
মহুয়া মহসীন
নুরুন্নাহার
ইন্দ্রাণী হক
মোহাম্মদ হুমায়ন রশিদ

■ **গ্রাফিক্স**
ইসাবা ফারহীন
তারিক আজিজ

■ **আলোকচিত্র**
মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সম্মাননা পেল বাংলাদেশ ব্যাংক

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে Inspiring Women Award 2015 লাভ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেন ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা। ৮ মার্চ ২০১৫ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে রাজধানীর একটি হোটেলে জাঁকজমকপূর্ণ এক অনুষ্ঠানে এ পুরস্কার দেয়া হয়।

বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে 'সবচেয়ে বেশি নারীবান্ধব সরকারি প্রতিষ্ঠান' ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ ব্যাংক এ পুরস্কার অর্জন করে। অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রদান করেন বাংলাদেশে নিয়োজিত ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত ক্যাম্পোস ডা নোবরেগা। ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানাও অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে অন্যান্য বিভাগের মনোনীতদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। পুরস্কার প্রদানকালে তিনি বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক গত পাঁচ বছর ধরে নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। বর্তমানে এসএমই পুনঃঅর্থায়ন ঋণের শতকরা ১৫ ভাগ নারী উদ্যোক্তাদের প্রদানে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এছাড়া কর্মক্ষেত্রে নারীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে একটি আধুনিক শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানাকে ক্রেস্ট দিচ্ছেন ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত ক্যাম্পোস ডা নোবরেগা

নাজনীন সুলতানা আরও বলেন, ইতোমধ্যে বিভিন্ন ব্যাংকের নারী কর্মকর্তাদের সন্তানদের জন্য গুলশানে একটি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। মতিঝিলে এ ধরনের আরেকটি কেন্দ্র চালুর বিষয়ও প্রক্রিয়াধীন।

উল্লেখ্য, ১৪টি ক্যাটাগরিতে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এ সম্মাননা লাভ করে। বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরামের উদ্যোগে Woman in Leadership প্রকল্পের আওতায় এ পুরস্কার দেয়া হয়। এর উদ্দেশ্য হলো নারীদের লক্ষ্য পূরণে যে বাধাসমূহ রয়েছে তা অতিক্রমে প্রণোদনা দিয়ে তাদেরকে নেতৃত্বের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। পাশাপাশি সবক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ ত্বরান্বিত করে সামগ্রিক উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের Access to Information (A2i) ও Foreign Investors Chamber of Commerce and Industry (FICCI) এর সহায়তায় ২০ সদস্য বিশিষ্ট বিচারকমণ্ডলী বাংলাদেশ ব্যাংককে এ পুরস্কারের জন্য মনোনীত করে।

বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষত চারটি ক্ষেত্রে অবদানের জন্য এ পুরস্কার লাভ করে। ক্ষেত্রগুলো হলো ঃ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে নারীর জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, প্রতিষ্ঠানে নারীদের জন্য অনুকূল নীতিমালা প্রণয়ন, নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নারী উদ্যোক্তাদের সাথে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি এবং প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক নারীদের সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান।

এ অনুষ্ঠানে দেশের সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ছাড়াও কূটনীতিক, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবীসহ নারী উদ্যোক্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

ঢাকাস্থ বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাবের 'বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা- ২০১৫' ২০-২১ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। ২০ মার্চ প্রতিযোগিতার বাছাই পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। ২১ মার্চ আর. কে. মিশন রোডের বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব মাঠে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান।

প্রধান অতিথি গভর্নর ড. আতিউর রহমান উদ্বোধনী বক্তব্যের শুরুতেই স্মরণ করেন ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে বাঙালির স্বাধীনতা অর্জনে শহীদ হওয়া বীর সেনানীদের। আর এমন একটি মাসে বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব সব কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে নিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করায় ক্লাব কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে তিনি ধন্যবাদ জানান

এ আয়োজনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন প্রকার দৌড়, লৌহ গোলক নিক্ষেপ ও উচ্চলম্ফ প্রতিযোগিতা। তৃতীয় পর্বে স্প্রিন্ট, উপমহাব্যবস্থাপক ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাদের হাঁটা, বল নিক্ষেপ, দলগত রিলে, হাঁড়ি ভাঙা, যেমন খুশি তেমন সাজো, মিউজিক্যাল চেয়ার ও রশি টানাটানি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন মতিঝিল অফিসের শিমুল কুমার ঘোষ ও প্রধান কার্যালয়ের আল বেরী-নুর রহমান। আর মহিলা বিভাগে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন প্রধান কার্যালয়ের মাহমুদা খাতুন।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী। উদ্বোধনী ও সমাপনী উভয় অনুষ্ঠানেই সভাপতিত্ব করেন ব্যাংক ক্লাবের সভাপতি আবু হেনা হুমায়ূন কবীর লনী। এছাড়াও প্রতিযোগিতায় ব্যাংক ক্লাব, মতিঝিল অফিস ও প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করছেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান

বার্ষিক সাহিত্য ও সংগীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

ঢাকাস্থ বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাবের 'বার্ষিক সাহিত্য ও সংগীত প্রতিযোগিতা- ২০১৫' ৩০ তলা ভবনের ব্যাংকিং হলে অনুষ্ঠিত হয়। ৯ মার্চ ২০১৫ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ নওশাদ আলী চৌধুরী। এ দিন পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, আজান ও উপস্থিত বক্তৃতা (বাংলা) প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

কোরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতায় হাফেয ও ক্বারী বিভাগে ক্বারী মোঃ ইউনুছ ১ম, হাফেয মোঃ আব্দুল বারিক ২য় ও জিএম সফেদ আলী ৩য় স্থান অধিকার করেন। কোরআন তেলাওয়াতের সাধারণ বিভাগে মোঃ আলাউদ্দিন (আলিফ) ১ম, শেখ মোঃ হাবিবুল্লাহ ২য় ও কে এম আবুল কালাম আযাদ ৩য় স্থান অধিকার করেন। আজান প্রতিযোগিতায় ক্বারী মোঃ ইউনুছ ১ম, হাফেয মোঃ আব্দুল বারিক ২য় ও মোঃ ইউনুছ আলী ৩য় স্থান অধিকার করেন। বাংলা উপস্থিত বক্তৃতায় মোঃ সাইরুল ইসলাম ১ম, পার্থ কুমার আইচ ২য় ও মোঃ গোলাম কবির ৩য় স্থান অধিকার করেন।

প্রতিযোগিতার ২য় দিন স্বরচিত কবিতা আবৃত্তিতে ও এইচ এম সাফী ১ম, মোঃ সাইবুল ইসলাম ২য় এবং তাপসী রাণী ও জুলেখা নুসরাত যৌথভাবে ৩য় স্থান লাভ করেন। নির্ধারিত কবিতা আবৃত্তিতে জুলেখা নুসরাত ১ম, তাপসী রাণী ২য় ও হাফেয আহমেদ মিঞা খোকন ৩য় স্থান অধিকার করেন।

নজরুল সংগীতে তাপস চন্দ্র বর্মণ ১ম, সায়মা সিদ্দিকী ২য় ও শাম্মা তাবাস্সুম ৩য় স্থান অধিকার করেন। রবীন্দ্র সংগীতে অচিন্ত্য দাস ১ম, মোঃ ফয়সাল খন্দকার ২য় ও মোঃ ইসহাক মোল্লা ৩য় স্থান অর্জন করেন। পল্লি গীতি/লোক গীতিতে মুনমুন রায় ১ম, মোঃ ইসহাক মোল্লা ২য় ও মীর মোস্তাফিজুর রহমান ৩য় স্থান অধিকার করেন। আধুনিক গানে মোঃ জাহেদুল ইসলাম ১ম, মোঃ ফয়সাল খন্দকার ২য় ও জান্নাতুল ফেরদৌস ৩য় স্থান লাভ করেন। বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী ফাতেমা তুজ জোহরা ও তাঁর কন্যা শিল্পী নাজিয়া মিশকাত তমা।

সমাপনী দিনে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয় ইংরেজিতে উপস্থিত বক্তৃতা। এতে জারীন তাসনীম ১ম, জুলেখা নুসরাত ২য় ও মাসুম বিল্লাহ ৩য় স্থান অধিকার করেন। দলগত ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় আজহারুল ইসলাম ও মীর নুরানী রূপমা জুটি এবং প্রতুল রায় ও মোঃ লাবলু সর্দার জুটি যৌথভাবে ১ম, মোঃ রফিকুর রহমান ও হেদায়েত উল্লাহ জুটি, মুস্তফা সাদী সাবেরীন তৌহিদ ও ইশতিয়াক মাহমুদ মুরাদ জুটি, মোঃ আসাদুজ্জামান ও মোঃ সাইফুর রহমান জুটি, রাকা অধিকারী ও রমেন্দ্রনাথ পাল জুটি, শামীমা নাসরিন ও প্রবাস কুমার সরকার জুটি এবং মাসুম বিল্লাহ ও রুবাইয়াত বিন মোস্তাফিজ জুটি যৌথভাবে ২য়, জিএম সফেদ আলী ও মোঃ আলমাছ আলী জুটি এবং মোঃ হাসানুজ্জামান ও শিমুল কুমার ঘোষ জুটি যৌথভাবে ৩য় স্থান অধিকার করেন। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় মোঃ খালিদ বিন কামাল, মোঃ জুবাইর আহমেদ ও সৌগত শোভন হায়দার দল ১ম, পার্থ কুমার আইচ, মোঃ সাইফুর রহমান ও আসমা পারভীন দল ২য় এবং মোঃ মোজাম্মেল হক-৪, মোঃ হাসানুজ্জামান ও শিমুল কুমার ঘোষ দল ৩য় স্থান অধিকার করেন। চূড়ান্ত বিতর্কে মোঃ খালিদ বিন কামাল শ্রেষ্ঠ বক্তা হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

ডেপুটি গভর্নর ও নির্বাহী পরিচালক বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করেন

এছাড়াও ব্যক্তিগত ইভেন্টে সর্বাধিক পয়েন্ট অর্জন করে জুলেখা নুসরাত প্রতিযোগিতায় সেরা পারফরমারের পুরস্কার অর্জন করেন।

এদিন ব্যাংক ক্লাব আয়োজিত মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে রচনা প্রতিযোগিতা ও শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। রচনায় মোঃ আজহারুল ইসলাম ১ম, মোঃ ইকরামুল কবীর ২য় ও অমিত কুমার সাহা রায় ৩য় স্থান অধিকার করেন। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় ক বিভাগে আলিফ আউয়াল ১ম, উমাইযা যাফিরাহ ২য় ও এটিএম তাসনীম ৩য় স্থান অধিকার করে। প্রতিযোগিতার খ বিভাগে নীলিমা আফরোজ ঐশী ১ম, আফিফা আক্তার বুশরা ২য় ও রাফিয়া হোসেন মেঘলা ৩য় স্থান লাভ করে।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা ও বিশেষ অতিথি নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। ক্লাবের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোহাম্মদ সলিমুল্লাহর পরিচালনায় এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ক্লাবের সভাপতি আবু হেনা হুমায়ূন কবীর লনী এবং সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মোঃ মাকসুদুর রহমান খান।

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংকের বঙ্গবন্ধু পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ (৭ই মার্চ, ১৯৭১) প্রতিযোগিতা ১৭ মার্চ ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাংকিং হলে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা পরিদর্শন করছেন ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী

২৬টি প্রতিষ্ঠানকে পাঁচ কোটি টাকার অনুদান

বাংলাদেশ ব্যাংকের 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল' থেকে করপোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি (সিএসআর) কর্মসূচির আওতায় ২৬ টি প্রতিষ্ঠানকে পাঁচ কোটি ১৩ লাখ টাকার অনুদান দেওয়া হয়। প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ও প্রথম কিস্তির অর্থের চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান। গ্রিন ব্যাংকিং এন্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্টের মহাব্যবস্থাপক মনোজ কুমার বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান। এসময় উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম, আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান ও নাজনীন সুলতানাসহ নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ ও ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, দেশের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক ও আকস্মিক কোনো দুর্যোগ মোকাবেলায় ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান সিএসআর কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ খাতে নানান কার্যক্রম গ্রহণের সুযোগ থাকায়, অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করতে রেগুলেটর হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকেও আমরা কিছু একটা করার তাগিদ অনুভব করি।

উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে গভর্নর ড. আতিউর রহমানের নির্দেশে 'বাংলাদেশ ব্যাংক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল' গঠন করা হয়। এই তহবিল থেকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, দক্ষতার উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানো ইত্যাদি বিষয়ে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুনাফা থেকে প্রতিবছর পাঁচ কোটি টাকা

গভর্নর ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ অনুদানের চেক হস্তান্তর করছেন

সিএসআর হিসেবে অনুদান প্রদান করা হয়। গভর্নর আগামী বছর থেকে এ তহবিল ১০ কোটিতে উন্নীত করার বিষয়ে কাজ করতে সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানান।

ফায়ার সার্ভিস আধুনিকায়নে বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংকের সিএসআর ও গ্রিন ব্যাংকিং কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে এক কোটি টাকার অর্থ সহায়তা দেয়া হয়। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে গভর্নর ড. আতিউর রহমান অনুদানের অর্থ সহায়তা ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেন। এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংক ও ফায়ার সার্ভিসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

গভর্নর ড. আতিউর রহমান অর্থ সহায়তার চেক হস্তান্তর করছেন

প্রকল্প যথাযথভাবে সমাপ্ত হলে কমপক্ষে ১০০ ফায়ার স্টেশনকে আধুনিকায়ন করা সম্ভব হবে। ২০০৭ সালে ঢাকার বিএসইসি ভবনে, ২০০৯ সালে বসুন্ধরা শপিং মলে, জাপান গার্ডেন সিটিতে আগুনসহ, নিমতলী ট্রাজেডি, আশুলিয়ার তাজরিন ফ্যাশনের আগুন লাগার ঘটনাগুলো ফায়ার সার্ভিসের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির অভাবকে আরও জোরালোভাবে তুলে ধরেছে। তাই সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে সহায়তার অংশ হিসেবে এ অর্থ দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক।

ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে প্রথম ধাপে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ইতোমধ্যে ১৫ সেট ব্রিদিং অ্যাপারেটাস ক্রয় করেছে। অধিদপ্তরের ৩০ জুন ২০১৪ এর কার্যাদেশ থেকে এ তথ্য জানা যায়। এসব ব্রিদিং অ্যাপারেটাস ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষের হাতে এসে পৌঁছেছে। এগুলো দিয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষে এখন ব্যবহার উপযোগী করে রাখা হয়েছে বলেও ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ২১ ডিসেম্বর ২০১৪ এর আরেক কার্যাদেশ থেকে জানা যায়- ইতোমধ্যেই ৭৮ লক্ষ ২৭ হাজার নয়শত টাকায় চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়েছে। এ টাকা দিয়ে তিনটি হাইড্রোলিক স্প্রেডার, তিনটি হাইড্রোলিক র‍্যাম জ্যাক, তিনটি হাইড্রোলিক কাটার, তিনটি হাইড্রোলিক পাওয়ার ইউনিট ক্রয়ের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এই সিএসআর কার্যক্রম নিয়ে জানতে চাইলে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচি বিষয়ক প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি ও যুগ্মসচিব মোঃ আতাউল হক বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতো এত বড় সহযোগিতা এর আগে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ফায়ার সার্ভিসকে করেনি। জনগুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টিতে অনুদান দেয়ায় তিনি গভর্নর ড. আতিউর রহমানকে বিশেষ ধন্যবাদ জানান। এছাড়াও আতাউল হক বলেন, মইয়ের অভাবে আমাদের এখনও উঁচু ভবনগুলোতে দ্রুত আগুন নেভানো সম্ভব হয়ে ওঠে না। এ ব্যাপারে দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সিএসআর কার্যক্রম অব্যাহত রেখে সহায়তা করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিদায়ী নির্বাহী পরিচালকদের সাথে গভর্নর, ডেপুটি গভর্নর ও অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তা

নির্বাহী পরিচালকদের বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ নির্বাহী পরিচালক মোঃ আতাউর রহমান, মোঃ এবতাদুল ইসলাম ও গৌরাঙ্গ চক্রবর্তীর বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান ভবনের ভিআইপি ডাইনিং হলে এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান। অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম, আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান, এস. কে. সুর চৌধুরী ও নাজনীন সুলতানা এবং নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ ও ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই কোরআন থেকে তেলাওয়াত করা হয়। এরপর প্রধান অতিথি ড. আতিউর রহমান, ডেপুটি গভর্নরবৃন্দ ও বিদায়ী তিন নির্বাহী পরিচালককে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

এসময় বিদায়ী অতিথিদের চাকরি জীবন নিয়ে স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য রাখেন ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম, আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান ও এস. কে. সুর চৌধুরী। এছাড়াও চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজার মোঃ আল্লাহ্ মালিক কাজেমী ও নির্বাহী পরিচালকবৃন্দের পক্ষ থেকে মোঃ আহসান উল্লাহ বক্তব্য দেন।

বিদায়ী নির্বাহী পরিচালক মোঃ আতাউর রহমান, মোঃ এবতাদুল ইসলাম ও গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী তাঁদের বক্তব্যে সবার কাছে দোয়া কামনা করেন। তাঁরা ব্যাংকে নিজেদের দায়িত্ব পালনের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করতে গিয়ে সেসময়কার নানা প্রতিকূল অবস্থা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কথা জানান।

এরপর বিদায়ী নির্বাহী পরিচালকদের শুভেচ্ছা স্মারক ও ক্রেস্ট প্রদান করেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান। গভর্নর বলেন, মেধাবী পুরনো কর্মকর্তাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। যাঁরা বিদায় নিচ্ছেন তাঁদেরকে কোন কমিটি বা বিশেষ কাজে সম্পৃক্ত করা যায় কি না সেই ব্যাপারে কাজ করতে হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্টকে গভর্নর নির্দেশ দেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি ও ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানার বক্তব্যের মাধ্যমে আয়োজন সমাপ্ত হয়।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

গভর্নর এবং অন্যান্য অতিথির সাথে বিদায়ী ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স- ২০১৪ (২য় ব্যাচ) এর সমাপনী এবং বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স-২০১৫ (১ম ব্যাচ) এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীতে অনুষ্ঠিত হয়। ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে গভর্নর ড. আতিউর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। এতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীর ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মোঃ গোলাম মোস্তফা। অনুষ্ঠানে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। একইসাথে ৮০% ও তদূর্ধ্ব নম্বরপ্রাপ্ত ৩০ জনকে লেটার অব অ্যাপ্রিসিয়েশন দেয়া হয়। উল্লেখ্য, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন বন্যা বণিক, মোঃ রাশেদুল ইসলাম এবং মোঃ রাকিবুল ইসলাম।

নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত দ্বি-পাক্ষিক সভায় বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ

সন্ত্রাসবিরোধী অর্থায়ন বিষয়ে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক সভা

যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিসের ওপিডিএটি প্রোগ্রামের আওতায় গত ২৭ ফেব্রুয়ারি হতে ৭ মার্চ ২০১৫ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে `Bilateral Counter-Terrorism Financing Banking Dialogue and Series of Bilateral Meetings` শীর্ষক দ্বি-পাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাহী পরিচালক ও বিএফআইইউয়ের উপপ্রধান ম. মাহফুজুর রহমানের নেতৃত্বে বিএফআইইউয়ের মহাব্যবস্থাপক মোঃ নাসিরুজ্জামান এবং উপপরিচালক মোহাম্মদ আবদুর রবের একটি প্রতিনিধিদল সভায় অংশগ্রহণ করেন। এ প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে ২-৩ মার্চ, ২০১৫ নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত `Bilateral Counter-Terrorism Financing Banking Dialogue` এ জনতা ব্যাংক লিঃ, ব্যাংক এশিয়া লিঃ, এবি ব্যাংক লিঃ, প্রাইম ব্যাংক লিঃ, ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ, এক্সিম ব্যাংক লিঃ ও কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলন এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, গভর্নর ও বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্যাংকিং সেক্টরের সাথে যে দ্বিপাক্ষিক Dialogue এর সূচনা করেছিলেন তারই ধারাবাহিকতায় ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীদের জন্য এ প্রোগ্রামটি আয়োজন করা হয়।

এ প্রোগ্রামের আওতায় বিএফআইইউ প্রতিনিধিদল ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউইয়র্ক, জাতিসংঘ, নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ, বিশ্বব্যাংক, ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিজ, ইউএস ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের সাথে বিভিন্ন দ্বি-পাক্ষিক বিষয়ে আলোচনা করে। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কার্যক্রমে এ সংস্থাগুলো সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে আশ্বাস প্রদান করে। এসব সভার আলোচনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ভবিষ্যতে আরও ঘনিষ্ঠভাবে সংস্থাগুলোর সাথে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষম হবে।

প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের প্রধান নির্বাহীগণ যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিভিন্ন নীতিমালাসহ বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যক্রম সম্পর্কে এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পরিপালনীয় বিষয়াবলী সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করেন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইস্যুতে ঝুঁকিমুক্ত থাকবে বলে আশা করা যায়।

প্রচ্ছদ শিল্পী পরিচিতি

নীলিমা আফরোজ ঐশীর আঁকা ছবি অবলম্বনে বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার এপ্রিল সংখ্যার প্রচ্ছদ তৈরি করা হয়েছে। ঐশী ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের নবম শ্রেণির ছাত্রী। তাঁর বাবা কমন সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট-১ এর সহকারী পরিচালক আব্দুল আউয়াল এবং মা হালিমা খাতুন।

ঐশীর আঁকা ছবি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত চিত্রকর্ম প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার অর্জন করে। যা পরবর্তী সময়ে বাংলা নববর্ষের ই-কার্ড মুদ্রণের জন্য মনোনীত হয়।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক রিপোর্ট ই-লাইব্রেরিতে

বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরিতে ১৯৭১ সাল থেকে সংগৃহীত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বার্ষিক রিপোর্টের হার্ডকপির পাশাপাশি সেগুলোর সফ্টকপিও ব্যাংকের ওয়েবসাইটের ই-লাইব্রেরিতে প্রকাশ করা হয়। এমনকি যেসব বার্ষিক রিপোর্টের পুরাতন সংখ্যার সফ্টকপি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে নেই সেগুলোর মধ্যে ১৯৯৬ সাল থেকে বর্তমানে প্রকাশিত বার্ষিক রিপোর্ট ই-লাইব্রেরি সাইটে আপলোড সম্পন্ন হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য বার্ষিক রিপোর্টসমূহ বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করে ধারাবাহিকভাবে ই-লাইব্রেরিতে প্রকাশ করা হবে। ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ই-লাইব্রেরি সাইট (http://intranet.bb.org.bd/elibrary/index.php) থেকে সার্চ করে বার্ষিক রিপোর্টসমূহের সম্পূর্ণ টেক্সট সংগ্রহ, ডাউনলোড এবং প্রিন্ট করতে পারবেন।

বরিশাল অফিস

অগ্নি নির্বাপণ ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

বরিশাল অফিসের উদ্যোগে এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সহযোগিতায় অগ্নি নির্বাপণ ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ কোর্স ৯ ও ১০ মার্চ ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বরিশাল অফিসের মহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম কাজী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপমহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) স্বপন কুমার দাশ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপমহাব্যবস্থাপক প্রকাশ চন্দ্র বৈরাগীও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন উপব্যবস্থাপক নন্দ দুলাল সাহা। কোর্সে ৩৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথি নূরুল আলম কাজী বক্তব্য রাখছেন

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, বরিশাল আয়োজিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা স্থানীয় শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত আউটার স্টেডিয়ামে ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি মহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম কাজী। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপমহাব্যবস্থাপক প্রকাশ চন্দ্র বৈরাগী, স্বপন কুমার দাশ, কাজী মোস্তাফিজুর রহমান, এ. কে. এম. গোলাম মুস্তফা, মোঃ আবদুল আলী ও ভারপ্রাপ্ত উপমহাব্যবস্থাপক (ক্যাশ) মোঃ আতাউর রহমান-১।

প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণ পর্বে বক্তব্য রাখেন ক্লাবের ক্রীড়া সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মোঃ ফারুক হোসেন ও ক্লাব সভাপতি মোঃ আবু তাহের। প্রতিযোগিতায় দ্রুততম মানব ও মানবী হয়েছেন যথাক্রমে মঞ্জুর আলম ও নারগিস খানম। এছাড়া তিনটি ইভেন্টে প্রথম স্থান অধিকার করায় পুরুষ বিভাগে যুগ্মভাবে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন হন মঞ্জুর আলম ও মোঃ আল-আমিন হাওলাদার এবং মহিলা বিভাগে মোসাঃ পারুল বেগম।

প্রধান অতিথি বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করছেন

ময়মনসিংহ অফিস

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, ময়মনসিংহের উদ্যোগে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়। এদিন

ব্যাংক ক্লাব কর্তৃক কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ

ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনসহ তাঁদের রূহের মাগফেরাত কামনা করা হয়। ক্লাবের সভাপতি মোঃ আমিনুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মোঃ মিজানুর রহমান ছাড়াও ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, ময়মনসিংহে 'অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা- ২০১৫' ২২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাংকের ক্লাব কক্ষে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ

বক্তব্য রাখছেন ময়মনসিংহ অফিসের মহাব্যবস্থাপক

অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোঃ শফিকুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপমহাব্যবস্থাপক প্রাণ শংকর দত্ত, মোঃ আহসান হাবিবুল্লাহ, সৈয়দ তৈয়বুর রহমান, ও এ. কে. এম. সায়েদুজ্জামান খান।

প্রধান অতিথি ক্যারাম খেলার মাধ্যমে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন করেন। এসময় তিনি অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও ক্লাবের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ক্লাবের সভাপতি মোঃ আমিনুর রহমান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মিজানুর রহমান।

নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

খুলনা অফিসে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের 'নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিটে'র কার্যপরিধি

মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

জোরদারকরণের লক্ষ্যে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। ব্যাংকের সভাকক্ষে আয়োজিত এ সভায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন বিডব্লিউ-সিসিআই, বিসিক, নাসিব এর উদ্যমী এবং তৃণমূলের সদস্যরা অংশ নেন। সভার সভাপতিত্ব করেন মহাব্যবস্থাপক প্রকাশ চন্দ্র ভদ্র। স্বাগত বক্তব্যে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নবগঠিত নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিট এবং এর কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ আমজাদ হোসেন খান। সভাপতির বক্তব্যে মহাব্যবস্থাপক প্রকাশ চন্দ্র ভদ্র বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের শিডিউল অব চার্জেস ও অন্যান্য নিয়মাবলী সম্পর্কে জেনে-বুঝে ঋণ গ্রহণের জন্য নারী উদ্যোক্তাদের পরামর্শ দেন।

১০ টাকার হিসাবধারীদের মাঝে ঋণ বিতরণ

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড, খুলনার ব্যবস্থাপনায় ব্যাংকটির আঞ্চলিক কার্যালয়ে ১০ টাকার হিসাবধারীদের মধ্যে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত

নির্বাহী পরিচালক মহাঃ নাজিমুদ্দিন ঋণের চেক বিতরণ করছেন

হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক মহাঃ নাজিমুদ্দিন। এছাড়া খুলনা অফিসের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক আমজাদ হোসেন খান অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আয়োজক ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক ও খুলনা অঞ্চল প্রধান মোহাম্মদ হুমায়ুন কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ফুল সমিতি এবং গদখালি ফুলচাষি ও ফুল ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির প্রতিনিধি ও একজন নারী উদ্যোক্তা।

অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের বার্ষিক অনুষ্ঠান

খুলনা অফিসের অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের উদ্যোগে গত এক বছরে সহকারী পরিচালক ও সমমানের পদে নতুন যোগদানকারী কর্মকর্তাদের নবীন বরণ ও পিআরএলে গমনকারী সহকারী পরিচালক থেকে উপমহাব্যবস্থাপক পর্যায় পর্যন্ত কর্মকর্তাদের বিদায় সংবর্ধনা ও বার্ষিক প্রীতিভোজ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক মহাঃ নাজিমুদ্দিন প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মকর্তাদের মাঝে শুভেচ্ছা স্মারক বিতরণ করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক প্রকাশ চন্দ্র ভদ্র। কাউন্সিলের বিগত বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করেন কোষাধ্যক্ষ উপপরিচালক মোঃ মনজুর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কাউন্সিলের সভাপতি ও যুগ্মপরিচালক মোঃ মনোয়ার হোসেন। সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন উপরিচালক মোঃ মাসুম বিল্লাহ।

নির্বাহী পরিচালক বক্তব্য রাখছেন

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

বানিয়াখামার কর্মচারী নিবাস কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে কর্মচারী নিবাস সংলগ্ন খেলার মাঠে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ মার্চ ২০১৫ কোয়ার্টারে বসবাসকারী কর্মকর্তা এবং কর্মচারী ও তাঁদের সন্তানদের নিয়ে আয়োজিত এ প্রতিযোগিতায় ২১টি ইভেন্টে প্রায় দেড় শতাধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। নির্বাহী পরিচালক মহাঃ নাজিমুদ্দিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ও পরে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগ দেন মহাব্যবস্থাপক প্রকাশ চন্দ্র ভদ্র। অন্যান্যের মধ্যে খুলনা অফিসের বিভিন্ন বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপকবৃন্দ মাঠে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতা উপভোগ করেন। কল্যাণ সমিতির সভাপতি উপপরিচালক গাজী সাইদুর রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক উপপরিচালক মোঃ তারিকুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে প্রতিযোগিতাগুলো অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাহী পরিচালক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করছেন

চট্টগ্রাম অফিস

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ও সংগীতানুষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, চট্টগ্রামের 'বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ও সংগীতানুষ্ঠান- ২০১৪' সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নির্বাহী পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন

তারিখে এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার। অনুষ্ঠানে ২০১৩ সালে স্কুলে বিভিন্ন শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকারী, ২০১৩ সালে পিএসসি ও জেএসসি পরীক্ষায় ট্যালেন্টপুল ও বিভিন্ন গ্রেডে বৃত্তিপ্রাপ্ত এবং ২০১৪ সালে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত পোষ্যদের মাঝে পুরস্কার প্রদান দেয়া হয়। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক কাজী ইকবাল ইমাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ক্লাব সভাপতি আর. এম. জাহিদুল আলম। উপস্থাপনায় ছিলেন ক্লাবের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক দীনময় রোয়াজা। আরও বক্তব্য রাখেন ক্লাবের সাহিত্য ও ক্রীড়া সম্পাদক রুবেল চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ মুজিবুল হক চৌধুরী।

ব্যাংক কলোনি উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনি উচ্চ বিদ্যালয়ের দুইদিন ব্যাপী 'বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা- ২০১৫' সম্প্রতি অনুষ্ঠিত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক ও বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা ও বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মোহাম্মদ নুরুল আলম, মোসাম্মৎ জোহরা ফেন্সী মাহমুদা ও মোহাম্মদ আবুল কালাম।

বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে নির্বাহী পরিচালক বক্তব্য রাখছেন

অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অংশ পরিচালনায় ছিলেন সহকারী প্রধান শিক্ষক বেচারাম দাশ, সিনিয়র শিক্ষক সুমী চক্রবর্তী, সহকারী শিক্ষক রুমী চক্রবর্তী, রাশিদা আক্তার ও মনোয়ারা সুলতানা।

আনন্দঘন পরিবেশে শিক্ষার্থী, শিক্ষক-শিক্ষিকা-কর্মচারী ও মহিলা অভিভাবকদের মধ্যে বিভিন্ন ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার শেষ দিনে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধান অতিথি মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সহকারী শিক্ষক রাজীব ভট্টাচার্য্য, তত্ত্বাবধানে ছিলেন ক্রীড়া শিক্ষক সুরঞ্জন বড়ুয়া এবং সভাপতিত্ব করেন প্রধান শিক্ষক নাসির উদ্দিন।

ব্যাংক কলোনি উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক শিক্ষা সফর

বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বার্ষিক শিক্ষা সফর ভাটিয়ারি গলফ ক্লাবে ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে আয়োজন করা হয়। গলফ ক্লাব কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের গলফ মাঠ ও পাহাড়ে ঘেরা নৈসর্গিক সৌন্দর্য পরিদর্শন করানো হয়।

বার্ষিক শিক্ষা সফরে বক্তব্য রাখছেন নির্বাহী পরিচালক

পরিদর্শন শেষে গলফ ক্লাবের পার্শ্ববর্তী পিকনিক স্পটে মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করা হয়। এরপর বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা দেন চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক ও বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার। এছাড়া বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মোহাম্মদ নুরুল আলম, মোসাম্মৎ জোহরা ফেন্সী মাহমুদা ও মোহাম্মদ আবুল কালাম এবং প্রধান শিক্ষক নাসির উদ্দিন শিক্ষা সফরে অংশ নেন। এ শিক্ষা সফর উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সহকারী শিক্ষক রাজীব ভট্টাচার্য্য।

সিলেট অফিস

অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের অভিষেক

বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল, চট্টগ্রামের কার্যকরী পরিষদ-২০১৫ এর অভিষেক ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ব্যাংকের নতুন ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। বিদায়ী পরিষদের সভাপতি কাজী মোঃ মনির

প্রধান অতিথির সাথে নবনির্বাচিত সদস্যবৃন্দ

উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ভারপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক কাজী ইকবাল ইমাম।

কাউন্সিলের নির্বাচিত সদস্যরা হলেন- সভাপতি অসীম কুমার চৌধুরী, সহসভাপতি মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল আমিন ও শংকর কান্তি ঘোষ, সম্পাদক মোঃ ইদ্রিছ মিয়া, যুগ্মসম্পাদক মোঃ শোয়াইব চৌধুরী ও মোহাম্মদ মনিরুল হায়দার, কোষাধ্যক্ষ মোঃ সাজ্জাদ হোসাইন চৌধুরী, সহকারী কোষাধ্যক্ষ মেহেদী হাসান। এছাড়া সদস্যরা হলেন- মোঃ ফজলুর রহমান, আবদুল কাদের সোহেল, মানিক মিত্র, মোঃ রাফিউল মুনীর, মুহাম্মদ শাহেদ হোসেন, তামজিদ হোসেন ও উত্তম কুমার নন্দী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কাউন্সিলের যুগ্মসম্পাদক মোহাম্মদ মনিরুল হায়দার। উল্লেখ্য, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও উপমহাব্যবস্থাপক আবু ওয়ালিদ মুহম্মদ হারুনের পরিচালনায় ২৮ জানুয়ারি ২০১৫ এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

ক্লাবের নির্বাচন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, চট্টগ্রামের বার্ষিক নির্বাচন ১১ জানুয়ারি ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে 'মো. সাব্বিরুল আলম চৌধুরী- মোঃ শোয়াইব চৌধুরী' পরিষদ সভাপতি, সম্পাদকসহ ১৮টি পদে এবং 'রিয়াজ মোঃ জাহিদুল আলম-কাজী মোঃ মনির উদ্দিন' পরিষদ একটি পদে জয় লাভ করে।

নির্বাচিতরা হলেন- সভাপতি মো. সাব্বিরুল আলম চৌধুরী, সহসভাপতি মোহাম্মদ মুজিবুল হক চৌধুরী ও দীনময় রোয়াজা, সাধাঃ সম্পাদক মোঃ শোয়াইব চৌধুরী, সহসাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আবুল কালাম, নাট্য ও বিনোদন সম্পাদক ত্রিদিব কুমার দাশ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক মোঃ সাজ্জাদ হোসাইন চৌধুরী, ক্রীড়া সম্পাদক মেহেদী হাসান, সহক্রীড়া সম্পাদক রুবেল চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ অসীম ভট্টাচার্য্য, সহকারী কোষাধ্যক্ষ মোঃ ফজলুর রহমান, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা মেহের নিগার, সদস্য-মোঃ আনিসুর রহমান তালুকদার, খোরশেদুল আলম, সুজন দাশ, মোহাম্মদ আলমগীর, মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন চৌধুরী, আবু সুফিয়ান ও জাহাঙ্গীর আলম।

কৃষি ও এসএমই ঋণ নীতিমালা শীর্ষক মতবিনিময় অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিসের আওতাধীন ব্যাংকসমূহের আঞ্চলিক, বিভাগীয় ও শাখা প্রধানদের অংশগ্রহণে কৃষি, পল্লি ও এসএমই ঋণ নীতিমালা বিষয়ক এক মতবিনিময় সভা ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক এবং চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলের ব্যাংকিং প্রধান মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার। এতে সভাপতিত্ব করেন সিলেট অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মোবারক হোসেন।

নির্বাহী পরিচালক বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আর্ত মানবতার সেবায় কাজ করে সারা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছেন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এ গৌরব সামনের দিনেও যাতে অব্যাহত থাকে সে লক্ষ্যে কাজ করতে তিনি ব্যাংকগুলোর প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়াও নির্বাহী পরিচালক ব্যাংকিং কার্যক্রমকে গতিশীল করতে ব্যাংকসমূহের শাখা অফিসকে শহর, উপশহর ও পল্লি এ তিন শ্রেণিতে ভাগ করার পরামর্শ দেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাবের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, সিলেটের 'বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৫' ব্যাংক কর্মচারী নিবাসে ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে ভারপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক জুলফিকার মসুদ চৌধুরী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপমহাব্যবস্থাপক শান্তনু কুমার রায় উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিযোগিতায় স্বাগত ও সমাপনী বক্তব্য রাখেন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক পরেশ চন্দ্র দেবনাথ ও সভাপতি মোঃ শওকত আলী। প্রতিযোগিতায় সিলেট অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তান ও অতিথিবৃন্দ অংশ নেন। খেলায় ১০০ মিটার স্প্রিন্টে দ্রুততম মানব হওয়ার গৌরব অর্জন করেন মোঃ ইকবাল হাসান এবং দ্রুততম মানবী হন ইসরাত জাহান। এছাড়াও পুরুষ বিভাগে মোঃ শফিকুল ইসলাম এবং মহিলা বিভাগে জলি তালুকদার ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন হন।

প্রধান অতিথি বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করছেন

গাছের খোঁজে দেশ-বিদেশে

মুশহেদা খানম

ক্যামেরুন হাইল্যান্ড

আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ বেয়ে অল্প কয়েকজন যাত্রী নিয়ে বাসটি নিরন্তর ছুটে চলছে পাহাড়ের বুক চিরে। চারিদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। বাসটা যেভাবে নির্জন পাহাড়ের সাথে পাল্লা দিয়ে যাচ্ছে তাতে ভয়ে বুক শুকিয়ে কাঠ। বারবার মনে হতে লাগল এই বুঝি গাড়িটা উল্টে পড়ে যাবে। তবে না, তেমন কিছুই ঘটল না। আমাদের গাড়িটি সবুজ অরণ্যের সাথে লুকোচুরি খেলতে খেলতে অবশেষে ৫২০০ ফুট উপরে এসে থামল। আমরা এসে পৌঁছলাম মালয়েশিয়ার কৃষি এবং চাষাবাদ উপযোগী স্থান 'ক্যামেরুন হাইল্যান্ড'-এ।

বাস থেকে নেমে আমরা হোটেলে গেলাম। আমার সফরসঙ্গী আমার ছেলে ও তার দুই বন্ধু। হোটেলের সামনে এসে আমার বিস্ময় তুঙ্গে পৌঁছল। এমন কংক্রিট আর বালি মিশ্রিত কঠিন পাহাড়ের গায়ে সেদেশের মানুষ কত সুন্দর বনায়ন করেছে। চোখে ভাসে আমার সোনার বাংলার উর্বর মানচিত্র। অল্প সময়ের মাঝেই চোখ ঝাপসা হয়ে উঠে। এত উর্বর জমি আমাদের, সেখানে কেন পরিকল্পিত বনায়ন হয় না ?

সেঞ্চুরি ক্যাকটাস

সব ধরনের গাছপালার প্রতি ভালোবাসা আমার মনে ঠাঁই করে নিয়েছে শৈশব থেকেই। ঘরে বসে অরণ্যের কাছে যাওয়া যায় না। তাই সুযোগ পেলেই নতুন জায়গায় নতুন নতুন গাছপালার সন্ধানে ছুটে যাওয়ার ইচ্ছেটাও খুব তীব্র হয়ে উঠেছে দিন দিন।

টানা সাত ঘণ্টা ভ্রমণ করে ওরা সবাই ক্লান্ত। কেউ বিকেলে বাইরে যেতে রাজি নয়। কিন্তু আমার হোটেলের রুমে বন্দি থাকতে একেবারেই ভালো লাগছিল না। তাই একা একাই হোটেলের চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখলাম। হোটেল প্রাঙ্গন এন্থোরিয়াম, পিটুনিয়া আর লেডিস বুট নামের লতানো ফুলের বাহারি গাছ দিয়ে অপূর্বভাবে সাজানো হয়েছে। সেসব গাছের সাথে মাটির কোন সংস্পর্শ নেই। মজার বিষয়, গাছগুলো কোকো ডাস্ট, কয়লা আর নুড়ি পাথরের উপর বেড়ে উঠে সারা বিশ্বের পর্যটকদের মন কাড়ছে আর পাশাপাশি সেদেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে তুলছে।

হোটেল কাউন্টার থেকে খবর নিলাম আমরা যে হোটেলে আছি তার পাশেই সন্ধ্যায় ভাসমান মার্কেট বসে। যেটাকে ক্যামেরুন হাইল্যান্ডের লোকেরা স্থানীয় ভাষায় বলে 'পাসা মালম'। আমরা সেই মার্কেটে হাজির হলাম। সেখানে আরেক অবাক করা কাণ্ড ! এমন কোনো নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য নেই যা এই ভাসমান মার্কেটে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমার উৎসুক দৃষ্টি শুধু গাছপালা খুঁজছিল। এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়ল 'গার্ডেন কর্নার' নামের একটি দোকান। কত রকমের ছোট ছোট পটে ইনডোর প্ল্যান্টের পসরা সাজিয়ে বসেছে তারা। কোনটা রেখে কোনটা নিই বুঝতে পারছিলাম না। আমার তখন বেসামাল অবস্থা।

বিনা অনুমতিতে এক দেশ থেকে অন্য দেশে গাছ বহনে সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে আমার ইচ্ছেকে দমন করতে হলো। তবুও ঘুরে ঘুরে কয়েক জাতের মানিপ্ল্যান্ট, ক্যাকটাস, হাওয়ার থিয়ার, সাকুল্যান্টস নেওয়ার পরেই গাছ সংগ্রহ অধ্যায় বন্ধ করলাম।

পরদিন আমরা গাইড নিয়ে জিপে করে ঘুরতে বের হলাম। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হতো না যে, এত কঠিন পাহাড়ের গায়েও মানুষ কত চমৎকার ও মনোরম বাগান তৈরি করে। রোজ সেন্টার গার্ডেনে গিয়ে পরিচয় হলো আমাদের দেশি এক শ্রমিক ভাইয়ের সাথে। সে আমাদেরকে কাছে পেয়ে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল। তাঁর খাতির-যত্ন ভোলার মতো নয়। তাঁর সৌজন্যে সেখান থেকে সংগ্রহ করলাম অনেক জাতের লিলি, সাকুল্যান্ট এবং লেডিস বুট নামের একটি লতানো ফুলের চারা। লেডিস বুট গাছটিকে এখনও মনে হয় আমি খুশি করতে পারিনি। কিসে যে ওর এত অভিমান বুঝে উঠতে পারছিনা। তাইতো এখন পর্যন্ত ফুল না দিয়ে শুধু বেড়েই চলেছে। আর সেখান থেকে ক্রিসমাস ক্যাকটাস নামের একটি ফুলের গাছও সংগ্রহ করে নিয়ে আসি।

রোজ গার্ডেন ছেড়ে আসতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। তবুও গাইডের তাগাদার কারণে আমাদের যাত্রা আবার শুরু। স্ট্রবেরি গার্ডেন, বাটারফ্লাই ফার্ম আর সব শেষে বো টি (BOH TEA) গার্ডেন। ক্যামেরুন হাইল্যান্ড এর এই বিখ্যাত টি গার্ডেনটিতে যতক্ষণ ছিলাম মনে হয়েছে আমি এই পৃথিবীর বাইরের অন্য কোনো ভুবনে আছি। বো টি গার্ডেনের সবুজ দৃশ্য

আমি কোনোদিনই ভুলতে পারব না। ক্যামেরুন হাইল্যান্ডের কথা মনে পড়লে চোখে ভাসে সবুজে ভরা অন্য এক পৃথিবী।

ভারত

তখন ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাস। আমার স্বামীর চিকিৎসার জন্য ভারত গিয়েছিলাম। প্রথম ধাপে ডাক্তারের সাথে সাক্ষাতের পর যথারীতি সব ধরনের পরীক্ষা করা শেষ হলো। সব রিপোর্ট একসাথে করে ডাক্তারের সাথে দ্বিতীয়বার সাক্ষাতে চারদিন সময় লাগবে। তখন ভাবলাম, হোটেলে সময় পার করার চেয়ে বরং দার্জিলিং ঘুরে আসি। যেই ভাবনা সেই কাজ। আমরা মধ্যবিত্তরা সবসময় চেষ্টা করি একসাথে অনেকগুলো কাজ শেষ করতে। অনেক সময় একসাথে দু'তিনটা করে কাজ করতে গেলে তা সুফলের চেয়ে কুফলই বয়ে আনে। তবে সেবার আমরা সব কিছুতেই সুফল পেয়েছি মহান আল্লাহ্‌র অসীম কৃপায়।

ক্যাকটাস

ড্যানড্রোবিয়াম অর্কিড

লিলি

অনেক কষ্টে আমি আমার স্বামীকে রাজি করালাম কালিম্পং হয়ে কলকাতায় ফেরার বিষয়ে। উদ্দেশ্য একটাই, বিখ্যাত ক্যাকটাস বাগান পরিদর্শন করা। সারা শহর জুড়ে রাস্তার দুইপাশে লাল আর সবুজের দারুণ মনকাড়া দৃশ্য ! একে তো বিজয়ের মাস তার ওপর চারপাশে তাকিয়ে শুধু মনে হচ্ছিল আমার দেশের পতাকা মোড়ানো সারা কালিম্পং শহর।

হোটেলের পাশের পার্কের সুপারভাইজারের কাছ থেকে লাল-সবুজ গাছটির নাম 'ফায়ার বল' জেনে আরও উৎসুক হলাম। আমার অনেক আগ্রহ দেখে সেখানকার সুপারভাইজার আমাকে দুটি ডাল কেটে দিয়ে সেগুলো বুননের পদ্ধতি বলে দিলেন। আমার সফরসঙ্গীরা বললেন, এতদূর কষ্ট করে এগুলো বয়ে বেড়ানোর কোনো মানে হয় না, কারণ আমাদের দেশে ফিরতে আরও দশ দিন বাকি। শুনে আমি চুপ করে থাকি। এ নিয়ে কথা বাড়াই না। পাছে আমার কর্তা রেগে গিয়ে ডালগুলোর সলিল সমাধির ব্যবস্থা করেন অথবা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেন।

এরপর দেশে ফিরেই আমি অনেক মমতা আর আশা নিয়ে পদ্ধতি মতো ডালগুলো বুনে দিলাম। সব আশংকা দূর করে তিন মাস পরেই ফায়ার বল গাছটি আমার এতদিনের কষ্টকে সার্থক করে দিল। গত ডিসেম্বর মাসেও ফুল হয়েছিল। সবচেয়ে সুখের বিষয় যে এই ফুলটা চার-পাঁচ মাস টিকে থাকে একই রকম সৌন্দর্য নিয়ে। যতবার ফায়ার বল চোখে পড়ে ততবার মনের পর্দায় ভেসে ওঠে আমার জাতীয় পতাকার ছবি, আমার দেশমাতৃকার ছবি। চোখের জলে সিক্ত হয় আমার সমস্ত চেতনা।

কালিম্পংয়ের পাইন ভিউ নার্সারিতে এত চমৎকার সব ক্যাকটাসের দেখা পেয়েছি, যা আমি আগে কখনও দেখিনি। ভবিষ্যতেও দেখতে পাব কি না জানিনা। এক বিশাল ক্যাকটাস জাতীয় গাছের ফুল দেখেছি। ফুলটি দেখতে হাতির শুঁড়ের মতো তবে শুঁড়ের চেয়ে লম্বা হয়। এত গাছপালা! একটার চেয়ে আর একটাকে বেশি আকর্ষণীয় মনে হয়।

দূর্বাঘাস থেকে দেবদারু পর্যন্ত সবকিছুই আমার মনের অজান্তেই ভালো লাগার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিংয়ের পথের দু'পাশের সবুজ দেবদারু বন নিশ্চিত কেড়ে নেবে যেকোনো পর্যটকের মন।

এভাবেই গাছপালা ভালোবেসে প্রকৃতির খুব কাছে থেকে সবুজের মাঝে কাটাতে চাই পুরোটা জীবন।

■ *লেখক: ডিএম, মতিঝিল অফিস*

আমাদের এবারের সাক্ষাৎকারের অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংকের কারেন্সি অফিসার (মহাব্যবস্থাপক) মোঃ শহিদুর রহমান। এ সাক্ষাৎকারে তিনি মতিঝিল অফিসের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও কারেন্সি অফিসারের দায়িত্ব-কর্তব্য নিয়ে আলোকপাত করেছেন।

কারেন্সি অফিসারের মূল দায়িত্বগুলো আপনার কাছে জানতে চাই-

দেশের কোন অঞ্চলেই যাতে নগদ লেনদেন ব্যাহত না হয় সে লক্ষ্যে মতিঝিল অফিসসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল শাখা (ময়মনসিংহ ব্যতীত) অফিসের এবং সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের ৬৬টি চেস্ট ও সাব-চেস্ট শাখার ভল্টে পর্যাপ্ত পুনঃপ্রচলনযোগ্য এবং নতুন নোট মজুত রাখার বিষয় নিশ্চিত করা ইস্যু ডিপার্টমেন্টের প্রধান হিসেবে কারেন্সি অফিসারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক ও সোনালী ব্যাংকের যেসব চেস্ট ও সাব-চেস্টে নগদ অর্থের ঘাটতি থাকে সেগুলোতে নোট ও মুদ্রা রেমিট্যান্স হিসেবে প্রেরণ এবং যেগুলোতে উদ্বৃত্ত থাকে সেগুলো হতে অর্থ উত্তোলন অথবা সেখান থেকে ঘাটতি চেস্ট ও সাব-চেস্টে অর্থ প্রেরণ করার জন্য নিয়মিত রেমিট্যান্স কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হয়। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা হওয়া ময়লা ও ছেঁড়া-ফাটা নোট বাছাই করে পুনঃপ্রচলনে দেয়া এবং ধ্বংস করার কার্যক্রমও কারেন্সি অফিসারকে তদারক করতে হয়। অধিকন্তু, নিয়মিত ভল্ট ও নোট পরীক্ষণ হলসমূহ পরিদর্শন, ইস্যু ডিপার্টমেন্টের শাখাসমূহের কাজের তদারকি, ক্যাশ বিভাগের লোকবল ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কার্যাবলীও তাঁকে সম্পাদন করতে হয়। সার্বিকভাবে বলতে গেলে নোট ও মুদ্রা সরবরাহ, ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ, নিরাপত্তা ও কেন্দ্রীয়ভাবে এর হিসাবায়ন ইত্যাদি বিষয়গুলো কারেন্সি অফিসারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

নগদ অর্থ সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা কি ?

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার- ১৯৭২ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো নোট ইস্যু করা। গাজীপুরস্থ সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন বাংলাদেশ লিঃ (এসপিসিবিএল) এ নোট ছাপানো এবং মুদ্রা বিদেশের মিন্ট হতে আমদানি করা হয়।

পুনঃপ্রচলনযোগ্য নোটসহ এসব ছাপানো ও মিন্টকৃত নোট ও মুদ্রা কারেন্সি অফিসারের নির্দেশনায় ইস্যু ডিপার্টমেন্টের সম্পদ প্রেরণ শাখার মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিসসহ সারাদেশের বিভিন্ন চেস্ট ও সাব-চেস্টে সরবরাহ করা হয়। সেখান থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখাগুলো তাদের প্রয়োজনীয় নোট ও মুদ্রা উত্তোলন করে গ্রাহকদের চাহিদা পূরণ করে। ফলে বাজারে নগদ নোট ও মুদ্রা বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে হাত বদল হতে থাকে। এভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সারাদেশে নগদ অর্থ সরবরাহে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

ছাপা হয়ে আসার পরে কী পদ্ধতিতে টাকা প্রচলন করা হয় ?

এসপিসিবিএল, গাজীপুর হতে নতুন নোট বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিস ও অন্যান্য শাখা অফিসে গৃহীত হওয়ার পর ৫ টাকা ও তদূর্ধ্ব মূল্যমানের নোট প্রাথমিকভাবে ঢাকা স্টক অ্যাকাউন্টে রাখা হয়। কারেন্সি অফিসারের অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যাংক নোটগুলো প্রচলনের উপযুক্ত হয়।

অপরদিকে ২ টাকা মূল্যমানের নোট গভঃ সারপ্লাস স্টক (জিএসএস) এ রাখা হয় এবং সরকারি নোট বিধায় তা প্রচলনের পূর্বে ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সি ম্যানেজমেন্ট (ডিসিএম) এর অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। একই সাথে সব নোট প্রাথমিক গণনাসহ ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোটের চূড়ান্ত গণনা সম্পন্ন করা হয়। পরবর্তী সময়ে, বিভিন্ন ব্যাংক চেকের মাধ্যমে নগদ টাকা উত্তোলনকালে তাদের চাহিদা এবং অন্যান্য বিষয় বিবেচনায় এনে রি-ইস্যু নোটের সাথে নতুন নোট প্রদান করা হয়। এছাড়া সঞ্চয়পত্র,

'পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রায় সর্বত্র'
-কারেন্সি অফিসার মোঃ শহিদুর রহমান

প্রাইজবন্ড ভাঙ্গানো ইত্যাদি কাজে বাংলাদেশ ব্যাংকে আগত বিভিন্ন গ্রাহককেও অনেক সময় নতুন নোটের মাধ্যমে তাদের পাওনা অর্থ পরিশোধ করা হয়। এভাবে নতুন নোট প্রচলন বা সার্কুলেশনে চলে যায়।

বিভিন্ন জাতীয় উৎসবে নতুন টাকার চাহিদা বেড়ে যায়। এই বাড়তি চাহিদা কিভাবে মেটান ?

বিভিন্ন জাতীয় উৎসব বিশেষ করে, পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের সময় ছোট মূল্যমানের এবং ঈদ-উল-আযহার সময় বড় মূল্যমানের নতুন নোটের চাহিদা বেড়ে যায়। এ চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে এসব উৎসবের বেশ আগে থেকেই কারেন্সি অফিসারের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধান কার্যালয়ের কারেন্সি ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এবং এসপিসিবিএল এর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য শাখা অফিসের যৌক্তিক চাহিদার ভিত্তিতে উৎসবের প্রাক্কালে অর্থাৎ প্রায় মাসাধিককাল ধরে নতুন নোট সরবরাহ করা হয়।

এসময় বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিস হতেও ব্যাংকগুলোকে পুনঃপ্রচলনযোগ্য নোটের পাশাপাশি পর্যাপ্ত নতুন নোট সরবরাহ করা হয়। একই সাথে সোনালী ব্যাংকের চেস্ট ও সাব-চেস্টগুলোতেও পর্যাপ্ত নতুন নোট সরবরাহ করা হয়।

আমরা প্রায়ই শুনে থাকি যে 'টাকা পুনঃপ্রচলন'। আসলে টাকা পুনঃপ্রচলন বলতে কী বুঝায় ?

টাকা বা নোটের পুনঃপ্রচলন বলতে একটি নতুন নোট বাংলাদেশ ব্যাংক বা সোনালী ব্যাংকের চেস্ট ও সাব-চেস্ট হতে বের হয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির হাত ঘুরে ব্যাংকে ফিরে আসলে বাংলাদেশ ব্যাংকের দৃষ্টিতে ব্যবহারযোগ্যতার বিচারে সেটি পুনরায় গ্রাহককে সরবরাহ করাকে বুঝায়। নোটসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক বা সোনালী ব্যাংকের চেস্ট ও সাব-চেস্ট হতে ইস্যু করার পর তা বিভিন্ন ব্যাংক, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির মধ্যে হাতবদল হতে হতে শেষে বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকে ফেরত আসে। এক্ষেত্রে নোটগুলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিভিন্ন সার্কুলারে বর্ণিত পুনঃপ্রচলনযোগ্য নোটের বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় পুনঃপ্রচলনযোগ্য (ছেঁড়া-ফাটা/অধিক ময়লাযুক্ত/অযাচিত লেখাযুক্ত নয় এমন) ও প্রচলনের অযোগ্য হিসেবে ভাগ করা হয়। এসব পুনঃপ্রচলনযোগ্য নোট পুনরায় বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংককে সরবরাহ করাই হচ্ছে নোটের পুনঃপ্রচলন।

পুনঃপ্রচলনযোগ্য নোটের মান নিয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রশ্ন ওঠে। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য জানতে চাই।

এসপিসিবিএল কখনও কখনও বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদানুযায়ী নোট ছাপাতে পারে না। তাই নতুন নোটের পাশাপাশি ব্যাংকে ফিরে আসা পুরাতন নোট বাছাই করে তুলনামূলক পরিচ্ছন্ন নোট পুনঃপ্রচলনে দেয়া হয়। এক্ষেত্রে নোট ছাপানোর ব্যয়ও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আপনারা জানেন আমাদের দেশে নোট সার্কুলেশনের পরিমাণ প্রতিবছর ১৫-১৬% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এসপিসিবিএলের মুদ্রণ ক্ষমতা একই রয়েছে। অন্যদিকে নোট ব্যবহারকারীদের অসচেতনতা, ব্যাংকগুলো কর্তৃক যত্নসহকারে নোটের প্যাকেট না করা ইত্যাদি কারণে নোট দ্রুত গুণগত মান হারায়। এজন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে ফিরে আসা নোটগুলোর মধ্যে পরিচ্ছন্ন নোটের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। ফলে বাজারের চাহিদা পূরণের জন্য অনেকসময় একটু কম গুণগত মানের নোট পুনঃপ্রচলনে দেওয়া হয়। তবে ইদানীং আমরা অধিকতর পরিচ্ছন্ন নোট পুনঃপ্রচলনে দিচ্ছি। পুনঃপ্রচলনযোগ্য হিসেবে অধিকতর পরিচ্ছন্ন নোট বাছাইকল্পে সম্প্রতি আমাদের অটোমেটেড নোট প্রসেসিং মেশিনটির সফ্টওয়্যার আপগ্রেড করা হয়েছে। এছাড়া এসপিসিবিএলের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সি ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক ইতোমধ্যেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করি খুব শীঘ্রই আমরা বাজারে আরও পরিচ্ছন্ন নোট প্রচলনে রাখতে সক্ষম হব এবং ক্রমান্বয়ে ক্লিন নোট পলিসি'র দিকে এগিয়ে যাব।

বিপুল সংখ্যক সাধারণ গ্রাহক বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্যাশ কাউন্টার হতে প্রতিদিন কি কি সেবা পেয়ে থাকেন ?

সাধারণ গ্রাহক বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্যাশ কাউন্টারের মাধ্যমে ছেঁড়া-ফাটা, পোকায় খাওয়া এবং পোড়া নোট বদলিয়ে নির্দিষ্ট হারে বিনিময় মূল্য গ্রহণ করেন। এছাড়াও ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে ভ্যাট, ট্যাক্স ইত্যাদি পরিশোধকরণ, সরকারি সঞ্চয়পত্র ক্রয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে লভ্যাংশ গ্রহণ ও ভাঙ্গানো, প্রাইজবন্ড ক্রয়, ভাঙ্গানো ও ছেঁড়া-ফাটা এবং বিকৃত প্রাইজবন্ড বদলিয়ে নেয়া, স্মারক মুদ্রা ও স্মারক নোট ক্রয়, ঈদ ও অন্যান্য ধর্মীয় উৎসবের সময় নতুন নোট সংগ্রহ ইত্যাদি সুযোগ পেয়ে থাকেন।

জাল নোট সনাক্তকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ?

জাল নোট সনাক্তকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে ১০০, ৫০০ ও ১০০০ টাকা মূল্যমানের নোটের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সম্বলিত পোস্টার গ্রাম, গঞ্জ, শহর ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখাসমূহে বিতরণ ও টানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রে এ বিষয়ে মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপন প্রচার, বিভিন্ন শপিং মল ও ঈদ-উল-আযহার সময় পশুর হাটে জাল নোট সনাক্তকরণের মেশিন সরবরাহ ও ব্যবহারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়। পুলিশ এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে বিনামূল্যে জালনোট সনাক্তকরণ মেশিন সরবরাহ ও ব্যবহারের প্রশিক্ষণ প্রদান, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে তাদের ক্যাশ কাউন্টারে জাল নোট ডিটেকটিং মেশিন ব্যবহারের পরামর্শ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সি ম্যানেজমেন্ট হতে জালনোট বিষয়ে অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত টিমের মাধ্যমে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখাসমূহ পরিদর্শন করা ও জাল নোট সনাক্তকরণে কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

কোন এক সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে Fake Note Analysis Center খোলার ব্যাপারে একটা উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। সেটি এখন কোন পর্যায়ে ?

জালনোট প্রতিরোধ কার্যক্রম আধুনিকায়ন করার নিমিত্তে জার্মান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কারিগরি সহায়তায় ২০১২ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে Counterfeit Note Analysis Center খোলার উদ্যোগ গৃহীত হয়। আমার জানা মতে, প্রাথমিক পর্যায়ে আলাপ আলোচনা করে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য জার্মান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দুইজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বাংলাদেশ ব্যাংক সফর করেন। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত এবং একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে থাকা জালনোট প্রতিরোধ আইনের একটি খসড়ায় নোট জালকরণের সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের প্রস্তাব করায় তারা প্রবল আপত্তি জানিয়ে Counterfeit Note Analysis Center খোলার বিষয়ে সহযোগিতা প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করে। যদিও বাংলাদেশে নোট জালকরণের সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিধান বিশেষ ক্ষমতা আইন-১৯৭৪ এর ২৫(ক) ধারায় সন্নিবেশিত আছে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানাবেন ?

পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রায় সর্বত্র। অনেক ক্ষেত্রেই কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উন্নত কর্মপরিবেশ এবং নানা ডিজিটাল সুবিধায় সমৃদ্ধ হয়ে কর্ম সম্পাদনের সুযোগ পাওয়ায় কাজের গুণগত মান উন্নত হওয়ার পাশাপাশি গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গভর্নরের গতিশীল নেতৃত্বে অবকাঠামোগত সংস্কারের পাশাপাশি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মনন ও মানসিকতার গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এখন তাঁরা মানবিক ব্যাংকিং, অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যাংকিং, পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং, কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) ইত্যাদি ইতিবাচক শব্দগুলোর সাথে শুধু পরিচিতই নন, কর্মক্ষেত্রে সেগুলোর চর্চাও করছেন। তবে ক্যাশ বিভাগের আধুনিকায়ন তথা অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরও ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে বলে আমি মনে করি।

কারেন্সি অফিসারের দায়িত্ব সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পালনে কি কি গুণগত বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার বলে আপনি মনে করেন ?

অন্যান্য পদের দায়িত্ব পালনের ন্যায় সৎ ও কর্তব্যনিষ্ঠ হওয়ার পাশাপাশি অফিসে নির্ধারিত সময়ের পরও অতিরিক্ত সময় কাজ করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। সহকর্মীদেরকে পূর্ণ আস্থা নিয়ে লক্ষ্য অর্জনে দলগতভাবে এগিয়ে যাওয়ার মতো নেতৃত্বের গুণ ধারণ করা দরকার। আমার পূর্বে যারা সফল কারেন্সি অফিসার হিসেবে পরিচিত, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, তাঁরা সবাই ছিলেন এসব গুণে গুণান্বিত। তাঁদের সবার প্রতি রইল আমার অভিবাদন।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

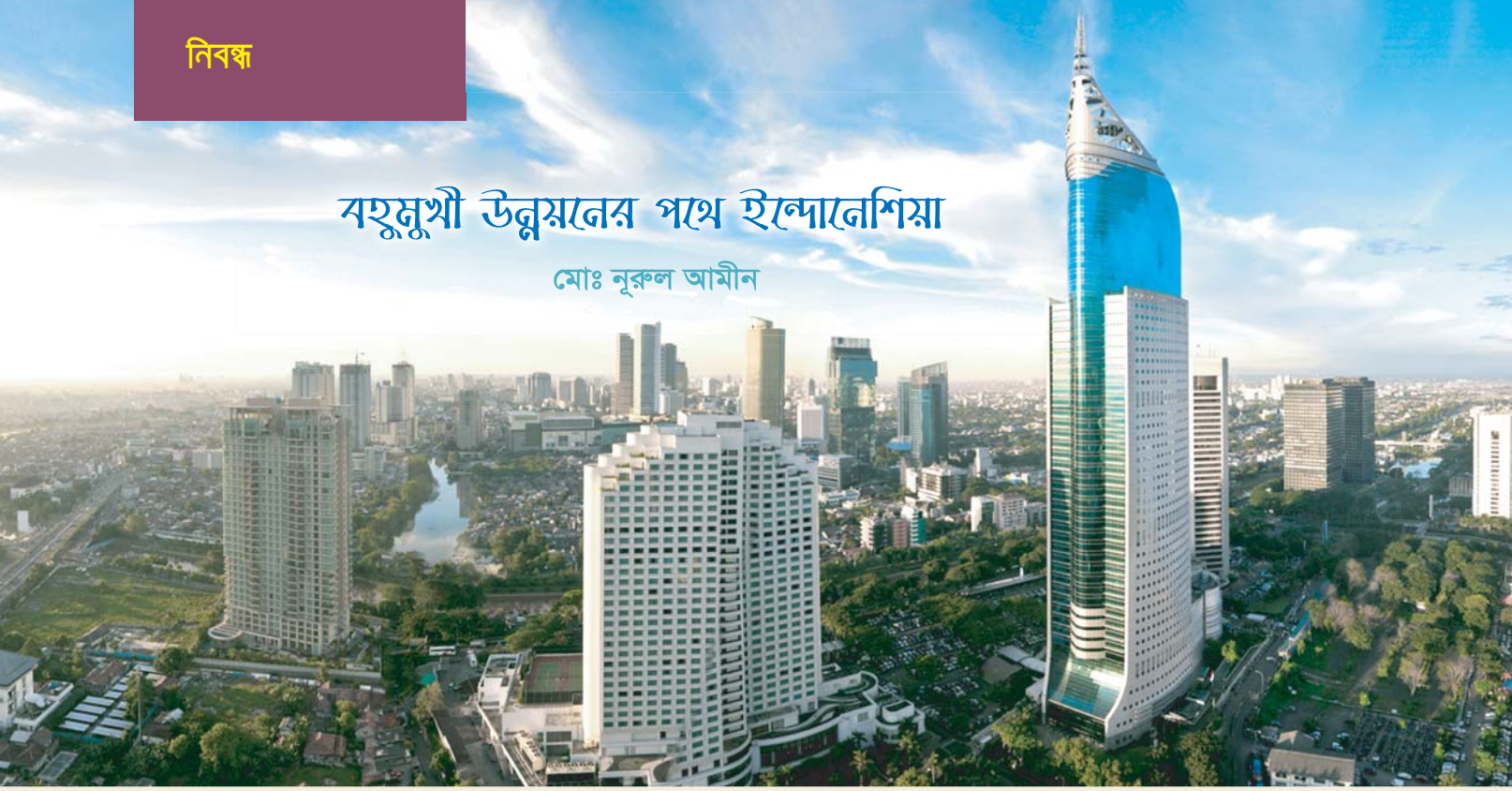

বহুমুখী উন্নয়নের পথে ইন্দোনেশিয়া

মোঃ নূরুল আমীন

জনসংখ্যা ও আয়তনের দিক থেকে বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়া। মোট জনসংখ্যা বর্তমানে ২৩ কোটির উপরে। মাথাপিছু আয় সাড়ে তিন হাজার মার্কিন ডলারের কিছু বেশি। আয়তন প্রায় ২০ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। ছোটবড় ১৭ হাজারের অধিক দ্বীপ নিয়ে গঠিত হয়েছে দ্বীপ-রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া।

রাজধানী জাকার্তা। নিউইয়র্ক সিটির আদলে গড়ে তোলা হয়েছে এ মহানগরীকে। এটি পৃথিবীর অন্যতম ব্যস্ত ও জনবহুল শহর। লোকসংখ্যা এক কোটির কিছু বেশি। প্রচুর লোক, প্রচুর যানবাহন চলে রাস্তায়। তাই অফিস সময়ে প্রায়ই কম-বেশি যানজট থাকে। তবে আমাদের ঢাকার মতো অসহনীয় পর্যায়ে যায়নি। রাজধানী থেকে সড়ক পথে ঐতিহাসিক শহর বান্দুং এ যাচ্ছিলাম। দেখলাম, কিছুদূর পরপরই মাথার ওপর দিয়ে চলে গেছে অসংখ্য ফ্লাইওভার।

সম্প্রতি অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সামনে রেখে ইন্দোনেশিয়া এক বিস্তৃত মাস্টার প্ল্যান ঘোষণা করেছে, যা `Master Plan to Accelerate and Expand Economic Development in Indonesia' নামে অভিহিত। এ উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম অনুষঙ্গ হলো দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা।

সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে এখানে বহুমাত্রিক উন্নয়ন কার্যক্রম লক্ষ্য করা যায়। বিশেষভাবে আর্থিক খাতে নেয়া হয়েছে নানামুখী উদ্যোগ। মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো। সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামিক মাইক্রোক্রেডিট নেটওয়ার্ককে জোরদারের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে, যাতে স্বল্প আয়ের মানুষ তাদের আর্থিক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের মাধ্যমে ভাগ্যোন্নয়নের সুযোগ পায়। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের আওতায় আনা ও প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের লক্ষ্যে তাদেরকে মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

১. দরিদ্রতম (গুচ্ছ-১, খুবই সীমিত সম্পদের মালিক), ২. দরিদ্রতর (গুচ্ছ-২, কিছুটা আয় করে), ৩. দরিদ্র (গুচ্ছ-৩, শিক্ষিত স্নাতক)

উল্লিখিত জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। যেমন- স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অবকাঠামো, খাদ্য উৎপাদন তথা চাষাবাদ, ঋণের ব্যবস্থা ইত্যাদি। বিভিন্ন রিভলভিং তহবিল গঠন করা হয়েছে। শহর ও পল্লির মানুষের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন ও তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমানোর লক্ষ্যে রুরাল-আরবান তহবিল গঠন করা হয়েছে। দরিদ্র মানুষের জন্য যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তাদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক সেবাপ্রাপ্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সম্পদ ও জীবনের বিপরীতে বিমা ব্যবস্থা চালু হয়েছে। গৃহীত হয়েছে চতুর্মাত্রিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন, যেমন-১. আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বৃদ্ধি, ২. নিয়মানুবর্তিতা ও স্থায়িত্ব, ৩. ভোক্তার চাহিদা মেটানো বা গুণগত মান, ৪. স্থিতিশীলতা এবং পরিবার, ব্যবসায় ও অর্থনীতির উন্নয়ন।

প্রচলিত আর্থিক খাতে ব্যাংকের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠী আর্থিক খাতে প্রবেশের বাইরে থাকে। ইন্দোনেশিয়ায় আর্থিক সেবার অন্তর্ভুক্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা শতকরা ৬১ ভাগ। ব্যাংক ও অন্যান্য ফরমাল চ্যানেল থেকে আর্থিক সেবা নেয়ার সুযোগ পায় মাত্র শতকরা ২১ ভাগ মানুষ। অন্য ইনফরমাল বা সেমি-ইনফরমাল চ্যানেল থেকে আর্থিক সুবিধা পায় বাকি ৪০ ভাগ দরিদ্র মানুষ। প্রায় শতকরা ৩৯ ভাগ দরিদ্র মানুষ এখনও আর্থিক খাত থেকে সেবা নেয়ার বাইরে রয়েছে।

উপরোক্ত পরিসংখ্যান ২০১০ সালে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রণীত গবেষণা পত্র থেকে প্রাপ্ত। ক্রমান্বয়ে ইন্দোনেশিয়ার সরকার ও জনগণ আর্থিক খাতে অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। প্রাতিষ্ঠানিক সেবা বাড়ানো হয়েছে। দরিদ্র মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে অবদান রাখছে সেদেশের ব্যাংক, বিমা, সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। সকলে মিলে নতুন ইন্দোনেশিয়া গড়ার স্বপ্ন দেখছে। আমরা বেশ কয়দিন জাকার্তা ও অন্যান্য শহর ঘুরে বেড়িয়েছি। কিন্তু কোথাও কোন রাজনৈতিক অস্থিরতা ও হানাহানি দেখা যায়নি। বিশ্বের বৃহত্তম এ মুসলিম রাষ্ট্রটি ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার স্বপ্ন দেখে। তাদের কর্মকাণ্ড ও সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনা দেখে অলীক কোনকিছু মনে হয় না।

বিশাল আয়তনের এক পরিশ্রমী, ঐতিহ্যবাহী জাতিগোষ্ঠীর অপার সম্ভাবনাময় দেশ ইন্দোনেশিয়া। তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও চারিত্রিক গুণাবলী সহজেই চোখে পড়ার মতো। এমন একটি দেশের সম্মুখে এগিয়ে যাবার বহুবিধ কারণ বিদ্যমান। সেসব কারণের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি তুলে ধরা হলো :

১. ইন্দোনেশিয়াকে বলা হয় স্লিপিং টাইগার বা ঘুমন্ত বাঘ। এশিয়ার

লাভজনক বাজার। এখনও ব্যাংকিং খাত সম্প্রসারণের যথেষ্ট সুযোগ বিদ্যমান।

২. আমেরিকা ও ভারতের পরে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ইন্দোনেশিয়া। ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশে যে স্থিতিশীলতা প্রয়োজন তা সেখানে বিরাজমান। বর্তমানে ইন্দোনেশিয়ায় কোন বিশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক হানাহানি নেই বললেই চলে।

৩. জনসংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগ মানুষের বয়স চল্লিশের নিচে। ৩০ বছরের নিচের যুব সম্প্রদায়ের সংখ্যা প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ। এ উভয় বয়সের মানুষ জাতীয় উন্নয়ন, উপার্জন ও ক্ষমতায়নের জন্য উপযোগী।

৪. এখানে রয়েছে শক্তিশালী বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ। ইন্দোনেশিয়ায় বিদ্যমান একটি সর্বাধুনিক বিনিয়োগ আইন, যা সব বিনিয়োগকারীকে ব্যবসার সমান সুযোগ করে দিয়েছে এবং পুঁজির পরিপূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করেছে। সাম্প্রতিক গৃহীত সংস্কার কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সমন্বিত সেবাদান কর্মসূচি ও বিনিয়োগের জন্য জাতীয় একক-উইন্ডো পদ্ধতি, বিনিয়োগ সমন্বয়করণ জোরদার এবং ত্বরান্বিতকরণ।

৫. সম্পদের প্রাচুর্য ইন্দোনেশিয়াকে এক অপার সম্ভাবনাময় দেশে পরিণত করতে যাচ্ছে। সম্পদ আহরণ ও উন্নয়ন সম্ভাবনার এক অবারিত বাজার ইন্দোনেশিয়া। বিশেষ করে নবায়নযোগ্য শক্তি সম্পদ দেশটির অর্থনীতির অন্যতম প্রধান উপাদান।

৬. শ্রমঘন দেশ এবং স্বল্প শ্রমমূল্য দুটোই এখন অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এখানে স্বল্প মূল্যে শ্রম পাওয়া যায়, যা উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। এমনকি ভারত ও চীনের তুলনায় এখানে শ্রম কিছুটা সহজলভ্য।

৭. বৈশ্বিক প্রভাবের সম্প্রসারণে ইন্দোনেশিয়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য ও সংগঠক হিসেবে কাজ করছে।

ইন্দোনেশিয়া খুব সফলভাবেই সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে সামষ্টিক রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সাথে সমন্বয় করতে সক্ষম হয়েছে। দেশের অর্থনীতিকে ডিজিটাল করার জন্য ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। নগদ অর্থের ব্যবহার কমিয়ে একটি ক্যাশলেস (cashless) সোসাইটি গড়ার প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়া ক্রমান্বয়ে ধনী দেশে রূপান্তরিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে মানুষ তার জীবনযাত্রার মান বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। বিভিন্ন ব্যবসাকেন্দ্রে বড় বড় বিপণী বিতান গড়ে উঠছে। আরও গড়ে উঠছে আধুনিক রিটেইল মার্কেট, সুপার মার্কেট ও মিনি মার্কেট। সাম্প্রতিক এক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, এসব মার্কেটে দিনদিন বিক্রির পরিমাণ বাড়ছে। প্রবৃদ্ধির হার আগের সব রেকর্ড অতিক্রম করেছে। ঐ সকল মার্কেটে বিক্রয়ের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি প্রায় শতকরা ২০ থেকে ৩০ ভাগ। আশির দশকে এশিয়ায় যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটেছিল, তার অন্যতম ভুক্তভোগী দেশ ইন্দোনেশিয়া। আজ সে সংকট কাটিয়ে উঠে নতুনভাবে জেগে উঠছে ইন্দোনেশিয়া।

জাতীয় অর্থনীতিতে নতুন নতুন সম্ভাবনা অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। সেসব অন্তর্ভুক্তির (ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন) বিষয়ে জাতীয় কর্মকৌশল গৃহীত হয়েছে। গ্রহণ করা হয়েছে সুনির্দিষ্ট ভিশন ও মিশন। সমাজের সর্বস্তরে প্রবেশযোগ্য একটি আর্থিক ব্যবস্থা প্রবর্তন, ইন্দোনেশিয়ার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, আয়-সাম্য ত্বরান্বিত করার এক সুদূরপ্রসারী ভিশনকে সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে এক বিস্তৃত লক্ষ্য :

১. আর্থিক অন্তর্ভুক্তির কৌশলকে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রণীত বিস্তৃত কর্মকৌশলের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা;

২. সমাজের প্রয়োজন অনুপাতে অর্থনৈতিক সেবা ও পণ্য সরবরাহ;

৩. সমাজে ভালো আর্থিক আচরণ বিষয়ে প্রস্তুতি ও সচেতনতা জাগ্রত করা;

৪. আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি ও সমাজের কাছে সেবা পৌঁছে দেয়া;

৫. বাণিজ্যিক ব্যাংক, মাইক্রোফাইন্যান্স এবং নন-ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনিস্টিটিউশনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা; এবং

৬. তথ্য ও প্রযুক্তির ভূমিকা আর্থিক সেবাবৃদ্ধির কাজে সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করা।

ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিদর্শনের অংশ হিসেবে আমাদের একটি ইসলামি মাইক্রোক্রেডিট প্রদানকারী ব্যাংক শাখায় নিয়ে যাওয়া হয়। কোথায়, কিভাবে ইসলামি মাইক্রোক্রেডিট কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, তা দেখানোই ছিল এ পরিদর্শনের উদ্দেশ্য। ব্যাংকে পৌঁছানো মাত্রই শাখা ব্যবস্থাপকের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। প্রসিদ্ধ বান্দুং শহরের অন্যতম প্রধান রাস্তার পাশেই ছিমছাম একটি বাড়িতে ব্যাংক শাখাটি অবস্থিত। খোলামেলা পরিবেশ। গোলাকার ভবনের ভেতরে বেশ কিছুটা স্থান ফাঁকা। ঝাউ ও লতানো বৃক্ষরাজি-শোভিত চমৎকার পরিবেশ। একপাশে রয়েছে একটি পানির ফোয়ারা। পানির ভেতরে খেলা করছে ছোটবড় অনেক রঙিন মাছ। দোতলা ভবনের চারদিকের বিভিন্ন কামরায় কাজ চলছে। অধিকাংশই কম বয়সী কর্মকর্তা। তারা প্রত্যেকেই কম্পিউটার নিয়ে হিসাব নিকাশের কাজে ব্যস্ত।

> *ইন্দোনেশিয়া ক্রমান্বয়ে ধনী দেশে রূপান্তরিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে মানুষ তার জীবনযাত্রার মান বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। বিভিন্ন ব্যবসাকেন্দ্রে বড় বড় বিপণী বিতান গড়ে উঠছে। আরও গড়ে উঠছে আধুনিক রিটেইল মার্কেট, সুপার মার্কেট ও মিনি মার্কেট।*

জানতে পারলাম, এটা একটি ঐতিহাসিক ভবন। একসময় ডাচ্‌রা ইন্দোনেশিয়া শাসন করত। তাদেরই ফেলে যাওয়া এ ভবনটি শতাব্দী পেরিয়ে কেবল টিকেই নেই, রীতিমতো তার জৌলুস ধরে রেখেছে আজও। অত্যন্ত যত্ন সহকারে সংরক্ষিত হচ্ছে। এখনও সেই সময়ের কাঠের সিঁড়ি অবিকল রয়েছে ও তা ব্যবহার করা হচ্ছে। আমরা সেই সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলাম। কর্মকর্তাদের সাথে কুশল বিনিময় করলাম। তাদের কার্যক্রম কিছুটা হলেও প্রত্যক্ষ করলাম। দেখলাম, তাদের গ্রাহক প্রচুর। ঋণ কার্যক্রম খুবই সন্তোষজনক। প্রায় শতভাগ আদায় কার্যক্রম আমাদেরকে উৎসাহিত করল। আমাদেরকে লেজার দেখানো হলো। দেখলাম, বিভিন্ন পিরিয়ডে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ শতকরা মাত্র ২/৩ ভাগ।

গোলাকৃতির এ ভবনের ঢোকার পথেই বসানো রয়েছে বিশাল আকৃতির একটি পিয়ানো। কাজের ফাঁকে অবসর সময়ে বিনোদনের ব্যবস্থা দেখে আমরা চমৎকৃত হলাম। APRAKA এর ইন্দোনেশিয়ান তরুণ মহাপরিচালক আমাদেরকে পিয়ানোতে একটি পরিচিত ইংরেজি গানের সুর বাজিয়ে শোনালেন।

সময় কম থাকায় আমাদের সরেজমিনে পরিদর্শন কার্যক্রম খুব দ্রুতই শেষ করতে হলো। কিন্তু তাদের কর্মপরিবেশ, নিষ্ঠা, দায়বদ্ধতা, অভিজ্ঞতা, তাদের ইসলামি মাইক্রোফাইন্যান্স কার্যক্রম পরিচালনা এবং দেশের উন্নয়নে সমন্বিত কর্মপ্রয়াস থেকে আমাদের অনেক কিছুই শিক্ষণীয় রয়েছে বলে প্রতীয়মান হলো।

■ *লেখক: ডিজিএম, এইচআরডি-২, প্র.কা.*

রূপালি রঙের জল

ফায়েজা রহমান ইভা

আমার মেজাজ খারাপ। এটা এমন কোন ব্যপার না। আমার মেজাজ মেরু অঞ্চলের আবহাওয়ার মতো, বেশিরভাগ সময়ই খারাপ থাকে। মেজাজটা অবশ্য বাসা থেকে বের হওয়ার সময়ই খারাপ ছিল, অতীত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এতক্ষণে স্বাভাবিক হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু সেটা হচ্ছে না।

আমি বসে আছি বাসে। মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের একটিতে। আর আমার পাশে যিনি বসে আছেন তিনি শিশু নন, মহিলা তো অবশ্যই নন, এমনকি দেখে প্রতিবন্ধীও মনে হচ্ছে না। রীতিমত এক মাঝবয়সী লোক মহিলা আসনে বসে আছেন। অথচ পাশে একজন মহিলা কোলে একটি শিশু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপও করছেনা। আমি আর থাকতে পারলাম না। বেশ কষ্ট করে কথা নরম করে বললাম, এটা মহিলা সিট উনাকে বসতে দিন। লোকটার ভাব দেখে শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না। জানতাম এমনই হবে। এবার গলাটা আরেকটু চড়িয়ে বললাম, উনাকে বসতে দিন। এবার উনি হঠাৎ বাস্তব জগতে ফিরে এসে আমাকে কৃতার্থ করলেন। চোখ পিট পিট করে আমার দিকে তাকালেন। বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বললেন, 'শাহবাগ কি চলে এসেছে'? আমি অবাক হয়ে গেলাম। বাস ততক্ষণে শাহবাগ, প্রেসক্লাব পার হয়ে গুলিস্তানের রাস্তায়। এই লোক এতক্ষণ ছিল কোথায় ? আমি কিছুটা অবাক হয়ে বললাম, 'শাহবাগ তো অনেক আগেই পার হয়ে গিয়েছে, আপনি খেয়াল করেননি' ? আমার কথা শোনার পরও মাঝবয়সী লোকটি স্থির হয়ে বসে রইল। সামনের সিটের হ্যান্ডেলটা শক্ত হাতে ধরা। আমি আরও অবাক হয়ে দেখলাম লোকটা নেমে যাওয়ার জন্য কোন তাড়াহুড়া করল না, বরং অদ্ভুত একটা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। তার চোখের মণিগুলো আমার উপর নিবদ্ধ, কিন্তু দৃষ্টি যেন অন্য কোথাও। সে যেন আমাকে দেখেও দেখছেনা, কিংবা আমার মধ্যেই যেন অন্য কাউকে দেখতে চাইছে। সেই চোখগুলোতে অদ্ভুত এক শূন্যতা, পরিচিত কোন শব্দেই সেই শূন্যতা ব্যাখ্যা করা যায় না। আমি চোখ সরিয়ে নিলাম। ঐ রকম শূন্য চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা কঠিন।

বাস তখন সিগনালে দাঁড়িয়ে। এক শিশু চকলেট বিক্রেতা প্রাণপণ চেষ্টা করছে তার চকলেটগুলো বিক্রি করার জন্য। কিন্তু যাত্রীদের মাঝে তেমন উৎসাহ দেখা যাচ্ছিল না। খুব স্বাভাবিক একটি দৃশ্য। এই ব্যস্ত, যান্ত্রিক নগরে একজনের হতাশাই দেখা যায় আরেকজনের ফুর্তির কারণ। চোখের কোণা দিয়ে খেয়াল করলাম লোকটা একটা চকলেট কিনল। এখনও তার মাঝে নেমে যাওয়ার কোন তাড়া নেই। অথচ গন্তব্য ছাড়িয়ে সে এখন অনেক দূরে। লোকটা হঠাৎ চকলেটটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এই চকলেটটা আমার মেয়ের খুব প্রিয় ছিল, তুমি এটা নিয়ে যাও !' হঠাৎ এই রকম অনাকাঙ্ক্ষিত প্রস্তাবে আমি একদম জমে গেলাম। যত রকমের অজ্ঞান পার্টি, মলম পার্টির নাম শুনেছিলাম সব একসাথে মনে পড়তে লাগল। আশেপাশে তাকিয়ে দেখি বাস অনেকটাই ফাঁকা হয়ে এসেছে। দাঁড়িয়ে থাকা মহিলাটিও তখন বসে পড়েছেন। আমি যখন এইরকম নানারকম আশংকায় ঘামছিলাম, হঠাৎ মনে হলো লোকটি এটা কেন বলল, চকলেটটা আমার মেয়ের খুব প্রিয় ছিল, কেন বলল না চকলেটটা আমার মেয়ের খুব প্রিয় ? শুধু শুধু এই 'ছিল' শব্দটা লাগানোর কি দরকার ছিল ? একজন সচেতন ঢাকাবাসী হিসেবে আমার উচিত ছিল মনের এইসব অবাঞ্ছিত প্রশ্নগুলোকে মনের ভেতরেই রেখে দেয়া। কিন্তু ভুল হয়ে গেল। কিছু কিছু প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়া যতটা সহজ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তার উত্তর গ্রহণ করা অতটা সোজা হয় না। ভদ্রলোক আমার প্রশ্ন শুনে একদম স্থির হয়ে গেলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার মেয়ে দেড় বছর আগে আত্মহত্যা করেছে।'

এরকম একটি উত্তরের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। আমি একরকম হাঁ হয়ে গেলাম। কিন্তু লোকটির মধ্যে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। তিনি যেন এই প্রশ্নটির জন্যই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন। তাই নিজ থেকেই

বলতে লাগলেন, 'আমার মেয়েটা খুব চঞ্চল ছিল। ঘরে তো তাকে পাওয়াই যেত না; আর ঘরে থাকলে তার হৈ-হুল্লোড়ের চোটে বাসাটাকে হাট-বাজার মনে হতো। মেয়ের মা বলে বলে বিরক্ত, মেয়েদের এত ছটফটানি ভালো না, কিন্তু মেয়েটার ছেলেমানুষি কমেনি। ছোটবেলায় মেরে মেরে মাঝে মাঝে লাল করে দিতাম এই লাফালাফি স্বভাবের জন্য। মেয়ে আমার চুপচাপ মার খেতো। জোরে একটা শব্দও করত না। আমি তখন আরও রেগে যেতাম। হাতের কাছে যা পেতাম তা দিয়েই পেটাতে আরম্ভ করতাম। আজব একটা মেয়ে ছিল; আমার সামনে চোখের একটা ফোঁটা পানিও ফেলত না। কিন্তু রাতে ঠিকই কাঁদতে কাঁদতে বালিশ ভিজিয়ে ফেলত। ভাবতে অবাক লাগে মেয়েটা আর কখনও জানতে পারবেনা তার এই নিষ্ঠুর বাবাটার কত কষ্ট হতো সেই রাতগুলোতে। কত রাত মেয়ে ঘুমিয়ে যাওয়ার পর এই অপদার্থ বাবাটা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে এসেছে। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড যেমন লাফায় শরীরকে দম দেয়ার জন্য; আমার মেয়েটাও ঠিক তেমন করেই লাফাতো। আমার শূন্য বাড়িটাকে প্রাণচঞ্চল করে রাখার জন্য। আমার কলিজাটা অভিমান করে চলে গেল। আমার ভরা বাড়িটাও একনিমেষে শূন্য হয়ে গেল। মাঝে মাঝে বুকের উপর হাত রেখে ভাবি আমার কলিজা ছাড়া আমি এখনও বেঁচে আছি কি করে ! এইটুকু বলে ভদ্রলোক অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ব্যস্ত শহরের শতকোটি মানুষের কোলাহল পার হয়েও তার ভেতরে লুকানো গাঢ় দীর্ঘশ্বাসের শব্দ যেন আমার বুকের উপর আছড়ে পড়ল। আমি পাশ থেকেই দেখতে পেলাম তার চোখের কোণে জল। রাস্তার পাশের বিজ্ঞাপনের জমকালো আলো সে চোখের জলে প্রতিফলিত হয়ে রূপালি রঙ ধারণ করেছে। মনে হচ্ছে তার চোখের জলগুলো যেন রূপালি। কোথায় যেন পড়েছিলাম বেদনার রঙ নীল হয়। মমতার রঙ কি তবে রূপালি হয় ? আমি অবাক হয়ে রূপালি রঙের জল দেখতে লাগলাম। ভদ্রলোক বলে যেতে লাগলেন।

এই একটা মাত্র মেয়ে ছিল আমার। চঞ্চলতা যতই থাকুক পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল মেয়েটা। এসএসসি পরীক্ষায় গোল্ডেন এ+ পেয়েছিল। প্রথমবারের মতো আমাদের গ্রামের কোন মেয়ে এত ভালো রেজাল্ট করে। এরপর থেকে যতবার গ্রামে গিয়েছি, মানুষজন আমার আগে আমার মেয়ের কথা জিজ্ঞেস করত। আমি বুক ফুলিয়ে গর্বের সাথে বলতাম আমার মেয়ের রেজাল্টের কথা। দশজন পরামর্শ দিল মেয়েকে এবার আরও নামী কলেজে ভর্তি করা উচিত। আমার মেয়ের কোনো আবদারেরই আমি কখনও এক শব্দে হ্যাঁ বলিনি। কিন্তু কি মনে করে যেন সেদিন রাজি হয়ে গিয়েছিলাম। মেয়ের সাফল্যে গর্বিত বাবা তখন বোঝেনি এর মূল্য কতটা চড়া হতে পারে।

আমার মেয়েটা কখনোই ঘরকুনো ছিল না। কিন্তু ঢাকার কলেজে ভর্তি হওয়ার কথা শুনে চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তুলল। সে কিছুতেই এই বাড়ি ছেড়ে, তার মাকে ছেড়ে যাবে না। কিন্তু বাবার কাঠিন্যের কাছে মেয়ের চোখের জল টিকলনা। এখনও মনে পড়ে মেয়েকে যেদিন হোস্টেলে তুলে দিয়ে এসেছিলাম, চোখে পানি নিয়ে সে চুপচাপ ভেতরে চলে গিয়েছিল। একবার ঘুরে বলেনি বাবা আসি, আমার জন্য দোয়া করো। বড় অভিমানী মেয়ে। আমিও মেয়ের মাথায় হাত রেখে বলিনি মা ভালো করে পড়িস। প্রথম কয়েক মাস মেয়ে বার বার ফোন করত। নতুন জায়গা তার ভালো লাগেনা। কথা তো আর আমার সাথে হতোনা। তার মায়ের কাছেই কান্নাকাটি করত। আমি দূর থেকে ধমক দিতাম, বলতাম এত তাড়াতাড়ি শখ মিটে গেল। ভালো রেজাল্ট ছাড়া বাসায় যাতে না ফেরে, বলে দিও। মেয়ে নিঃশব্দে ফোন রেখে দেয়া ছাড়া আর কোন প্রতিউত্তর করেনি। আস্তে আস্তে ফোনালাপ কমতে থাকে। মেয়ের মা ব্যস্ত হয়, আমি সব উড়িয়ে দেই। ভালো রেজাল্ট দরকার, পড়া বাদ দিয়ে কান্নাকাটি করলে তো চলবে না। পরীক্ষায় ভাল করতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। মেয়ের জন্য মাসের টাকাটা জোগাড় করতে আমার কিছুটা কষ্ট হতো। কিন্তু মেয়ের হাতে টাকা দিয়ে আসতে দেরি হতো না। মেয়ে আমার হোস্টেলের দরজায় দাঁড়িয়ে নিচু মাথায় টাকা হাতে নিত। মেয়ের চেয়ে মেয়ের রেজাল্টের খবরই বেশি জরুরি ছিল। সে আমতা আমতা করত। স্পষ্ট কোন উত্তর দিত না। আমি তো উত্তর চাইতাম না। আমি চাইতাম রেজাল্ট। অনেক ভালো রেজাল্ট। যাতে আরও গর্ব করে বুক ফুলিয়ে হাঁটতে পারি। মেয়ের কীর্তিগুলো আরও জোর গলায় যেন বয়ান করতে পারি। কখনও বুঝতেই চাইনি যার কাছে আমার এত চাওয়া সেই ছোট্ট মেয়েটি আমার কাছে কি চায়। কখনও বুঝতেই চাইনি যে, স্বপ্ন নিজে দেখতে হয়, স্বপ্ন কখনও কারও ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া যায় না। তাইতো এই স্বার্থপর বাবা খেয়ালাই করেনি তার খরগোশের মতো ছটফটে মেয়েটা আস্তে আস্তে মিইয়ে যাচ্ছে। যে কলিজা আমার সংসারের প্রাণ ছিল তার স্পন্দন আস্তে আস্তে কমে আসছে। মেয়ের ভবিষ্যতের চিন্তায় মশগুল বাবার তাই মেয়ের বর্তমান দেখার সময় হতো না।

মেয়েটা কলেজের প্রথম বর্ষের পরীক্ষায় ফেইল করেছিল। কলেজ জানিয়ে দিয়েছিল গার্জিয়ানের বন্ড স্বাক্ষর ছাড়া কোন প্রমোশন হবে না। আর ফেইলের খবর ভালো রেজাল্টের আশায় বসে থাকা বাবাকে জানানো তার পক্ষে অসম্ভব। আমার মেয়ে এই জটিল সমস্যার খুব সহজ একটা সমাধানের পথ বেছে নিয়েছিল। আর তা হলো গলায় ফাঁস লাগিয়ে চুপচাপ এই পৃথিবী থেকে সরে যাওয়া। আমার মেয়েটা সব সময়ই মায়ের খুব ন্যাওটা ছিল। অথচ যাওয়ার সময় চিঠি রেখে গেল আমার জন্য। খুব বেশি কিছু কথা ছিল না সেখানে। শুধু দুটো লাইন, 'বাবা আমি তোমার ভালো রেজাল্ট করা মেয়ে হতে পারিনি। আমাকে ক্ষমা করে দিও।' চিঠিটা হাতে নিয়ে আমি স্থির হয়ে বসেছিলাম। আশেপাশের মহিলারা এসে খুব কাঁদল। যারা মেয়েকে নামী কলেজে ভর্তি করার বুদ্ধি দিয়েছিল তারা আরও বেশি কাঁদল। মেয়ের মা বারবার মুর্ছা গেল। শুধু আমিই কাঁদতে পারলাম না। প্রতি রাতে মেয়ের কবরের পাশে গিয়ে বসে থাকি। গত দেড় বছর ধরে খুব চেষ্টা করেছি কাঁদতে কিন্তু কান্না আসে না। আমার বুক ধড়ফড় করে, শ্বাস আটকে আসে। ইচ্ছে করে চোখগুলো তুলে ফেলি, তারপরেও যদি একটু পানি বের হয়। কিন্তু না বুকটা আমার আগুনে পোড়ে অথচ চোখ দিয়ে এক ফোঁটা পানিও বের হয় না। আজ তোমাকে দেখে জানিনা কি হলো। মনে হল তোমাকে নিজের হাতে একটা চকলেট কিনে দেই। আমার নিজের মেয়েকে তো কখনো দেইনি। যদি দিতাম তাহলে হয়তো আজ তোমার জায়গায় এখানে আমার মেয়ে বসে থাকত আমার পাশে। আর দেখ এই চকলেটটা কেনার সাথে সাথে কি অদ্ভুত একটা ব্যাপার হলো ! আমার চোখে পানি। আমি কাঁদছি। গত দেড় বছরে এই প্রথমবারের মতো আমার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। বলতে বলতেই তিনি হু হু করে কেঁদে উঠলেন। অনেক দিনের জমানো কান্না এত সহজে থামবার নয়। তার চোখের পানি চিক্ চিক্ করছিল। রূপালি রঙের জল। এতক্ষণ এই রূপালি জলের একমাত্র দর্শক ছিলাম আমি। এখন আমার সাথে সাথে বাসভর্তি লোকেরাও রূপালি রঙের চোখের জল দেখতে লাগল।

■ *লেখক : এডি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, প্র.কা.*

ইসলামি বিনিয়োগ বন্ড

সৈয়দা রেজওয়ানা বেগম

বর্তমানে দেশে ইসলামি ব্যাংকিং দ্রুত প্রসার লাভ করছে। দীর্ঘদিন ধরে ইসলামি শরীয়াহ্ভিত্তিক পরিচালিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের অতিরিক্ত তারল্য ব্যবহারের একটি সমাধান চেয়ে আসছিল। এছাড়া এই অতিরিক্ত তারল্য মুদ্রানীতি বাস্তবায়নে একটি বড় বাধা হিসেবে দেখা দেয়। প্রচলিত ব্যাংকগুলোর সুদবাহী সরকারি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের সুযোগ থাকলেও ইসলামি ব্যাংকগুলো শরীয়াহ্সম্মত নয় বিধায় এ খাতে বিনিয়োগ করতে পারে না। প্রচলিত ব্যাংকগুলো সরকারি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করে SLR এর পাশাপাশি সরকার কর্তৃক কুপনভিত্তিক মুনাফাপ্রাপ্ত হয়। ইসলামি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবহারযোগ্য ইসলামি বন্ডটি ২০০৪ সালে প্রচলন করা হয় যার মুনাফার হার প্রচলিত সরকারি সিকিউরিটিজের মুনাফার তুলনায় কম ছিল। ইসলামি বন্ড ক্রয়ের জন্য ইসলামি ব্যাংকগুলো তাদের অর্থ এ খাতে প্রদান করলেও সে অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বড় বাধা ছিল তুলনামূলক কম মুনাফা প্রাপ্তি। এরই প্রেক্ষাপটে ইসলামি বন্ডের বাজার বিস্তারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে সরকার ইসলামি বন্ড নীতিমালা-২০০৪ সংশোধনের মাধ্যমে আধুনিকায়ন করে। মূলত, ইসলামি ব্যাংকের তারল্যকে বন্ডের মাধ্যমে বিনিয়োগের লক্ষ্যে ইসলামি বন্ডকে অধিকতর আকর্ষণীয় করা এবং ইসলামি বন্ড মার্কেটের প্রাথমিক ভিত্তি তৈরি করাই ছিল নীতিমালা সংশোধনের মূল লক্ষ্য। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৮ আগস্ট ২০১৪ সালের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ইসলামি বন্ড নীতিমালা-২০০৪ সংশোধন করা হয়। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ২৪ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে সার্কুলারের মাধ্যমে নিলাম পদ্ধতি জারি করে। সার্কুলার অনুযায়ী ১ জানুয়ারি ২০১৫ হতে ইসলামি বন্ড উন্মুক্ত নিলামের মাধ্যমে ইস্যুর কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

ইসলামি বন্ড ৩ ও ৬ মাস মেয়াদে ইস্যু করা হবে। ১ লক্ষ টাকা বা ১ লক্ষ টাকার গুণিতক অংকের অভিহিত মূল্যে এই বন্ড ইস্যু করা হবে। সংশোধিত নীতিমালা অনুযায়ী নিলামের মাধ্যমে Profit Sharing Ratio (PSR) এর ভিত্তিতে ইস্যু করা হবে। নিলামে শুধুমাত্র ইসলামি শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ইসলামি ব্যাংকিং শাখা আছে এমন ব্যাংকের অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি ইসলামি শরীয়াহ্ভিত্তিক পরিচালিত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বন্ড ক্রয় করতে পারবে। ইস্যুকৃত বন্ডের বিনিয়োগের ফলে প্রাপ্ত মুনাফা বন্ড ক্রয়কারী এবং বিনিয়োগকারীর মধ্যে (এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক) বণ্টন করা হবে। বন্ডের বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত মুনাফা যে অনুপাতে বন্ড ক্রয়কারী এবং বিনিয়োগকারীর মধ্যে বণ্টন করা হবে তা-ই হবে উক্ত বন্ডের PSR। অকশন কমিটি বিড দাখিলকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর উল্লেখকৃত PSR এর মধ্য হতে বিনিয়োগকারীর অনুকূলে লাভজনক হবে এমন বিডগুলোকে cut off PSR নির্ধারণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করবে।

বন্ডের বিক্রয়লব্ধ অর্থের সমন্বয়ে গঠিত তহবিল ইসলামি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ইসলামি ব্যাংকিং শাখা রয়েছে এরূপ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অনূর্ধ্ব ১৮০ দিনের জন্য ব্যবহার করতে পারবে। তহবিল ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান গৃহীত অর্থের উপর তাদের ঐ মেয়াদের স্থায়ী আমানতের ঘোষিত মুনাফার হার (তহবিল গ্রহণকালীন) অনুযায়ী মেয়াদপূর্তিতে মুনাফা পরিশোধ করবে। এর আগের নীতিমালা অনুসারে তহবিল ব্যবহারকারীগণ তাদের মুদারাবা সঞ্চয়ী আমানতের হার অনুযায়ী মুনাফা পরিশোধ করত (যা ছিল খুবই কম) এবং পরবর্তী সময়ে তা বন্ডের মেয়াদ অনুসারে বন্ড ধারক এবং বিনিয়োগকারীর মধ্যে নির্দিষ্ট আনুপাতিক হারে বণ্টন করা হতো। বর্তমানে নিলামের মাধ্যমে ইস্যুর ক্ষেত্রে বিড দাখিলের সময় বন্ড ধারকের PSR উল্লেখ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে সংশোধিত নীতিমালা অনুযায়ী ইসলামি বন্ডে বিনিয়োগ করা হলে তা বিনিয়োগের খাত হিসেবে পূর্বের চেয়ে লাভজনক ও আকর্ষণীয় হবে বলে বাংলাদেশ ব্যাংক মনে করে।

ইসলামি বন্ডের সংশোধিত নীতিমালায় সরকার যদি বিভিন্ন প্রকল্পভিত্তিক ঋণ গ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে তাহলে বিভিন্ন মেয়াদি ইসলামি বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে।

যে সকল প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি ইসলামি বন্ড ক্রয়ে যোগ্য তাদের মধ্যে এ বন্ড হস্তান্তরযোগ্য হবে। ইসলামি বন্ড ব্যবহারের মাধ্যমে বন্ডের ধারকগণ নিজেদের মধ্যে অথবা ইসলামি বন্ড ফান্ডের সাথে শরীয়াহ্ ভিত্তিক নীতিমালা অনুসরণপূর্বক রেপো করতে পারবে। ইসলামি বন্ড ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিধিবদ্ধ তারল্য সংরক্ষণের আবশ্যকতা বা স্ট্যাটিউটরি লিক্যুইডিটি রিক্যুয়ারমেন্ট (SLR) পূরণযোগ্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে।

■ *লেখক: ডিডি, ডিএমডি, প্র.কা.*

ভারতীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ডলারের মূল্যবৃদ্ধির ব্যাপারে সতর্ক করল আরবিআই

যুক্তরাষ্ট্র সুদহার বাড়ানোর উদ্যোগ নিলে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার ওঠানামায় বড় ধরনের ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে ভারতীয় বহুজাতিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো। উল্লেখ্য, সম্প্রতি ইউএস ফেডারেল রিজার্ভ কোয়ান্টিটেটিভ ইজিং এর সম্ভাব্য সমাপ্তির ইঙ্গিত দেয়ায় এ উদ্বেগ তৈরি হয়। এক্ষেত্রে ২০১৩ সালে ডলারের বিপরীতে রুপির দরপতন অবস্থার পুনরাবৃত্তি যেন না হয় সে ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (আরবিআই) সতর্ক করেছে।

ভারতীয় বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো গত কয়েক বছর যাবৎ অফশোর (Offshore) ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে স্বল্প সুদে ডলারে ঋণ নিয়ে রুপিতে রূপান্তরের সুবিধা নিচ্ছে। ডলারের বিপরীতে রুপি স্থিতিশীল থাকলে এ কৌশলটি ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বাড়তি সুবিধা দেয়। কিন্তু ২০১৩ সালে বিশ্বমন্দার কারণে উদীয়মান বাজারগুলো থেকে উন্নত বিশ্ব তাদের মুদ্রা তুলে নিতে শুরু করলে ডলারের বিপরীতে রুপির ব্যাপক দরপতন হয়। অবস্থা এতটাই প্রকট হয় যে, ডলারের বিপরীতে রুপি প্রায় ৩০% মূল্য হারায়। সম্প্রতি ফেডারেল রিজার্ভের সভাপতি জেনেট ইয়েলেন সুবিধামতো সময়ে সুদহার বাড়ানোর প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। এ প্রেক্ষিতে আরবিআইয়ের নির্বাহী পরিচালক জি মাহালিনগাম (G Mahalingam) মুম্বাইয়ে ইন্ডিয়া ট্রেজারি সামিটে যুক্তরাষ্ট্রের সুদহার বৃদ্ধির ফলে ডলারের

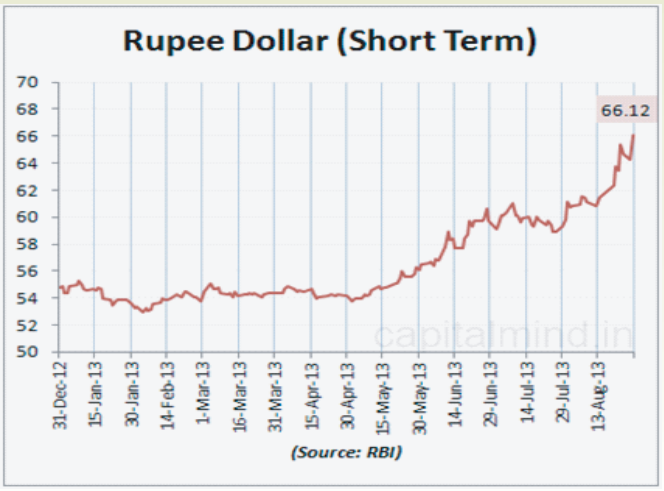

ডলারের বিপরীতে রুপির দরপতন

বিপরীতে রুপির সম্ভাব্য দরপতন সম্পর্কে সতর্ক করেন। তবে মাহালিনগাম মনে করেন এবারের অবস্থা ২০১৩ সালের মতো খারাপ হবে না। তাঁর মতে, এবারও রুপি কিছুটা মূল্য হারাতে পারে, তবে সেটি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। আরবিআই ও সিকিউরিটিজ রেগুলেটর সম্প্রতি রুপির স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য বিদেশি অংশগ্রহণকারীদের ফরেক্স মার্কেটে মার্জিন আইন ও সীমা সিথিল করাসহ বেশকিছু ব্যবস্থা নিয়েছে। তবে মাহালিনগাম আশা প্রকাশ করেন, দেশিয় অংশগ্রহণকারীরা পর্যায়ক্রমে অফশোর নন-ডেলিভারেবল ফরওয়ার্ড (NDF) মার্কেটে স্থান করে নিবে।

ভার্চুয়াল কারেন্সি : সম্ভাবনা ও উদ্বেগ

বিশ্বজুড়ে দ্রুত ভার্চুয়াল কারেন্সির ব্যবহার বা অন-লাইনভিত্তিক লেনদেন বাড়ছে। কিন্তু ভার্চুয়াল কারেন্সি নিয়ন্ত্রণ ও সুপারভিশনে নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর সঠিক নিয়মনীতি না থাকায় এর ভালো দিকগুলোর পাশাপাশি উদ্বেগও বাড়ছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে দেশে দেশে জঙ্গিদের অর্থ লেনদেন, অর্থপাচার ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম অর্থায়নে এ ধরনের প্রযুক্তিনির্ভর লেনদেন অন্য যেকোন সময়ের চেয়ে বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

ভার্চুয়াল কারেন্সি : বিটকয়েন

এই অবস্থায় ৫৩টি দেশের আন্তর্জাতিক সংস্থা কমনওয়েলথ সম্প্রতি লন্ডনের সচিবালয়ে দুইদিন ব্যাপী এক গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করে। আলোচনায় সদস্য দেশগুলোর সরকার, আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ, ইন্টারপোল, ইউরোপের পুলিশ সংস্থা ইউরোপোল, আইএমএফ এবং জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ সংক্রান্ত বিভাগের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে। কমনওয়েলথ সচিবালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভার্চুয়াল কারেন্সি ব্যবহারে উন্নয়নশীল দেশগুলো উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন সংকট সৃষ্টির আশঙ্কাও বাড়ছে। উল্লেখ্য, ভার্চুয়াল কারেন্সি অনলাইনে অর্থ আদান-প্রদানের একটি প্রক্রিয়া বা মাধ্যম যেখানে নগদ অর্থে লেনদেন হয় না। বর্তমানে এভাবে অর্থ লেনদেনের কোন ধরনের আন্তর্জাতিক মান বা বিধি কোনটাই নেই।

ইসলামি অর্থায়নের বিষয়ে উপদেষ্টা পরিষদের নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে নাইজেরিয়া

নাইজেরিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইসলামি অর্থায়ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি উপদেষ্টা পরিষদের জন্য নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে। এই পরিষদ ইসলামি শরীয়াহ্ভিত্তিক নতুন নতুন ব্যাংকিং স্কিম ও সেবা শরীয়াহ্ নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না, তা নির্ধারণ করে অনুমোদন দেবে। নাইজেরিয়া মুসলিম অধ্যুষিত আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলের বৃহত্তম দেশ। প্রায় ৮০ মিলিয়ন মুসলিম জনগোষ্ঠীর বসবাস এ দেশে। আফ্রিকার দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতিগুলোর মধ্যে দেশটি অন্যতম হলেও, ইসলামি অর্থায়ন শিল্প এখানে খুব বেশি বিকশিত হয়নি। দেশটির অন্যতম ধর্মীয় নেতা সানুসি লামিডো সানুসি (Sanusi Lamido Sanusi) এর সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্প্রতি ইসলামি ব্যাংকিংয়ের জন্য একটি রেগুলেটরি কাঠামো তৈরির কাজ শুরু করেছে। Financial Regulation Advisory Council of Experts (FRACE) নামক এই কাউন্সিলের জন্য কিছু নীতি তৈরি করা হয়েছে। এ কাউন্সিলটি সুদবিহীন শরীয়াহ্ভিত্তিক ইসলামিক ব্যাংকিং খাতকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আইন ও মূলনীতি মেনে চলার নিশ্চয়তা প্রদান করবে। গভর্নরের বিশেষ একজন উপদেষ্টা বশির আলিউন ওমরের সভাপতিত্বে কাউন্সিলটি পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট হবে। প্রত্যেক ইসলামি ব্যাংকও একটি নিজস্ব বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা কমিটি গঠন করবে। বিভিন্ন ব্যাংকের বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা কমিটির সাথে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপদেষ্টা কমিটির মতদ্বৈততা দেখা দিলে ফাইন্যান্সিয়াল রেগুলেশন অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল অব এক্সপার্টের মতামত গৃহীত হবে। এ কাউন্সিলের সদস্যদের মেয়াদ হবে দুই বছর। সদস্যদের ইসলামি আইন, ইংরেজি, আরবি, অর্থনীতি বিষয়ে দক্ষ হতে হবে।

■ *লেখক : আনোয়ার উল্যাহ্, এডি, ডিসিপি, প্র.কা.*

যাঁরা অবসরে গেলেন....

খগেশ চন্দ্র দেবনাথ

(মহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ২৩/৯/১৯৮১
অবসর উত্তর ছুটি : ২৬/১/২০১৫
বিভাগ : ডিআইডি

এইচ.এম. তাজুল ইসলাম

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ১/১১/১৯৭৭
অবসর উত্তর ছুটি : ১/১/২০১৫
মতিঝিল অফিস

দেওয়ান মোখলেছুর রহমান

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ১০/১১/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি : ১/১/২০১৫
বিভাগ : ডিবিআই-২

মোঃ নাসির উদ্দিন

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ২৭/২/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি : ৯/১/২০১৫
বিভাগ : আইএডি

মুর্শিদা খাতুন

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ১৪/৯/১৯৭৬
অবসর উত্তর ছুটি : ২২/২/২০১৫
বিভাগ : এইচআরডি-১

মোঃ আতাউর রহমান

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ১২/৯/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি : ৩১/১২/২০১৪
বিভাগ : ডিবিআই-১

এ,কে,এম, মোছাদ্দিকুর রহমান

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ১৬/১০/১৯৮০
অবসর উত্তর ছুটি : ২৯/১/২০১৫
বিভাগ : এইচআরডি-১

মোঃ ইয়ানুছ মিয়া

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ১৯/১০/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি : ৩/২/২০১৫
বিভাগ : ডিবিআই-৩

শেখ আবদুস সাত্তার

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ৪/৬/১৯৮০
অবসর উত্তর ছুটি : ৯/১/২০১৫
বিভাগ : ডিবিআই-২

গোপাল চন্দ্র পাল

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ১৮/৭/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি : ১/২/২০১৫
বিভাগ : সিএসডি-২

মোঃ আবদুল হামিদ

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ২৯/১/১৯৭৯
অবসর উত্তর ছুটি : ১/২/২০১৫
বিভাগ : ডিবিআই-৩

মোঃ আব্দুল ওহাব-৬

(সিনিঃ কেয়ারটেকার)
ব্যাংকে যোগদান : ১/৬/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি : ১০/১২/২০১৪
বিভাগ : মতিঝিল অফিস

মোঃ আব্দুল খালেক

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ৮/৮/১৯৮৪
অবসর উত্তর ছুটি : ১/২/২০১৫
বিভাগ : ডিবিআই-১

মোঃ আবদুর রাজ্জাক-২

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ৬/৭/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি : ৩০/১২/২০১৪
বিভাগ : ডিবিআই-২

মোঃ সামছুল হক-১১

(সিনিঃ কেয়ারটেকার)
ব্যাংকে যোগদান : ১/৬/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি : ৩১/১২/২০১৪
বিভাগ : মতিঝিল অফিস

মোঃ চায়াদাত উল্যা মিয়া

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ৫/১১/১৯৭৫
অবসর উত্তর ছুটি : ১/১/২০১৫
বিভাগ : ডিবিআই-৪

মোঃ আব্দুল আউয়াল

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ২৯/৮/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি : ১/১/২০১৫
বিভাগ : ডিবিআই-২

গজেন্দ্র নাথ বিশ্বাস

(সিনিঃ কেয়ারটেকার)
ব্যাংকে যোগদান : ৬/৩/১৯৭৯
অবসর উত্তর ছুটি : ১৫/১/২০১৫
বিভাগ : এফইপিডি

২০১৪ সালে জেএসসিতে জিপিএ-৫

আনিকা জাকির
সরকারি করোনেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা

মাতা: নাসিমা বেগম
(এএম, খুলনা অফিস)
পিতা: মোঃ জাকির হোসেন
(ডিডি, খুলনা অফিস)

সোলায়মান সোহান
চাপাইন নিউ মডেল হাইস্কুল, সাভার

মাতা: সুফিয়া বেগম
পিতা: মোঃ সিভার উদ্দিন
(ডিডি, এফইওডি, প্র.কা.)

সৈয়দ শাহরিয়ার হোসেন (আবির)
বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল

মাতা: বিলকিস বানু
পিতা: সৈয়দ তোজাম্মেল হোসেন
(কেয়ারটেকার ১ম মান, মতিঝিল অফিস)

নাজরানা খান
সাভার ক্যান্টনমেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: শাহানা রহমান
পিতা: আবুল কাশেম খান
(জেডি, ডিআইডি, প্র.কা.)

খাদিজা ফাইরুজ
বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদাবাদ

মাতা: তহমিনা খাতুন
পিতা: মোঃ শহিদুল আলম
(ডিডি, ডিসিএম, প্র.কা.)

লুবাবা ফারিয়া
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: খন্দকার ফাতেমা সুলতানা
পিতা: মোঃ আবুল হাসেম
(ডিডি, সিএসডি-১, প্র.কা.)

২০১৪ সালে পিএসসিতে জিপিএ-৫

নুসরাত জাহান বৃষ্টি
বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদাবাদ

মাতা: খোশ নাহার বেগম
পিতা: মোঃ বাচ্চু মিয়া
(সিনিঃ কেয়ারটেকার, সদরঘাট অফিস)

এম,টি নাসরিন (মিনা)
মতিঝিল আইডিয়াল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

মাতা: মাসুমা পারভিন
পিতা: ডাঃ এ,বি,এম মিজানুর রহমান
(সিনিঃ মেডিকেল অফিসার, সদরঘাট অফিস)

মোঃ আব্দুল্লাহ সোয়াদ সিকদার
বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা

মাতা: মোছাঃ শিরীনা বেগম
পিতা: মোঃ আবু সাঈদ সিকদার
(ডিএম, মতিঝিল অফিস)

জারিন তাসনিম
বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদাবাদ

মাতা: মোছাঃ তহুরা খাতুন
পিতা: মোঃ আমিনুল ইসলাম-৬
(কেয়ারটেকার ১ম মান, মতিঝিল অফিস)

পৃথ্বী রাজ ভদ্র
খুলনা জিলা স্কুল

মাতা: শাখী চৌধুরী
পিতা: প্রকাশ চন্দ্র ভদ্র
(জিএম, খুলনা অফিস)

প্রত্যয় সাহা
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: শিউলী সাহা
(ডিডি, বিএফআইইউ, প্র.কা.)
পিতা: জয়দেব কুমার সাহা
(ডিডি, এএন্ডবিডি, প্র.কা.)

আয়েশা আদিবা
বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদাবাদ

মাতা: তহমিনা খাতুন
পিতা: মোঃ শহিদুল আলম
(ডিডি, ডিসিএম, প্র.কা.)

মাকিফ মোসতাকীম আজমি
ইন্টারন্যাশনাল লার্নার্স স্কুল, ঢাকা

মাতা: সাবিনা খাতুন
পিতা: মোঃ গোলাম মোস্তফা
(ডিজিএম, ডিসিএম, প্র.কা.)

তাসমিয়া তাবাসসুম শ্রেয়শী
মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ

মাতা: মমতাজ বেগম
পিতা: মোঃ মনজুরুল হক
(জেডি, এমপিডি)

মোঃ মুনতাসিম হোসেন (আদিব)
আইডিয়াল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মতিঝিল

মাতা: মোছাঃ হামিদা আখতার
(এডি, এইচআরডি-১, প্র.কা.)
পিতা: মোঃ আনোয়ার হোসেন
(ডিএম, মতিঝিল অফিস)

বিশেষ কৃতিত্ব

মোসাঃ সালমা খাতুন
মাস্টার্স -১ম শ্রেণি, অ্যাকাউন্টিং (কবি নজরুল কলেজ)

মাতা: মোসাঃ মোরশেদা বেগম
পিতা: মোঃ রফিকুল ইসলাম
(ফিটার মেকানিক, মতিঝিল অফিস)

ফারাতুজ জোহরা মনি
স্নাতক (সম্মান) -১ম শ্রেণি, অর্থনীতি (ইডেন মহিলা কলেজ)

মাতা: জাহানারা খানম
পিতা: বীর মুক্তিযোদ্ধা এ.বি.এম. ফিরোজ মিয়া
(জেএম, মতিঝিল অফিস)

স্বাধীনতা দিবসে ব্যাংক ভবনের আলোকসজ্জা

স্বাধীনতা দিবসে বাংলাদেশ ব্যাংকের আলোক সজ্জা

বিশেষ দিবস মানেই আলোকসজ্জায় রঙিন বাংলাদেশ ব্যাংক। বহুবছর ধরেই আলোর ডিসপ্লেতে এমন রঙিন হয়ে ওঠে ব্যাংকের মতিঝিলস্থ মূল ভবন। বিশেষ করে ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস আর ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে রঙিন এ আলোকচ্ছটা ব্যাংকের চারপাশে তৈরি করে নান্দনিক এক পরিবেশ।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের আলোকসজ্জাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য যোগ করা হয়েছে 'থিম নির্ভর আলোকসজ্জা'। যেখানে বিজয় দিবসে আলোকসজ্জার মাধ্যমে তুলে আনা হয় ১৯৭১ সালে জয়োল্লাসের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। আবার কখনও স্বাধীনতাসহ অন্য জাতীয় ও বিশেষ দিবসকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট বিষয়কে তুলে ধরা হয় আলোর ঝলকানিতে।

দেশমাতৃকাকে রক্ষায় নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণও বিচ্ছুরিত হয় এ আলোকসজ্জায়। যেমন- গত বছরের ১৬ ডিসেম্বর ও এবারের স্বাধীনতা দিবসের আলোকসজ্জায় দেখা যায় নারী ও পুরুষের সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করার মুহূর্ত। আলোকসজ্জায় সে গৌরবময় ইতিহাসকে মুক্তিযোদ্ধারা কখনও পতাকা হাতে দেশের লাল-সবুজকে স্মরণ করিয়ে দেন। আবার কখনও দেখা যায় বন্দুক বা রাইফেল হাতে শত্রুপক্ষকে ঘায়েলে সামনে এগিয়ে যেতে।

বেশিরভাগ সময় দুইদিন ধরে চলে এ আলোকসজ্জা। পুরো কর্মযজ্ঞের নির্দেশনা, তত্ত্বাবধান ও তদারকিতে নিয়োজিত থাকেন মতিঝিল অফিসের তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগের দক্ষ কর্মীবাহিনী। একইসাথে ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স বিভাগের অভিজ্ঞ গ্রাফিক্স টিমের সদস্যরা আলোকসজ্জাকে দর্শনীয় করতে নিজেদের সেরাটা দিতে ব্যস্ত থাকেন। একইসাথে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনমাফিক সাহায্য নেয়া হয় আলোকসজ্জাকারী প্রতিষ্ঠানের।

আলোকসজ্জায় জাতীয় পতাকা

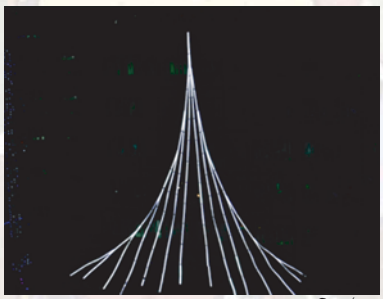

আলোকসজ্জায় স্মৃতিসৌধ

প্রতি বছরের মতো এবারও ২৬ মার্চ ৪৫তম স্বাধীনতা দিবসে আয়োজন করা হয় নজরকাড়া আলোকসজ্জার। এবারের আলোকসজ্জায় উঠে আসে যুদ্ধের প্রস্তুতির রূপ। যেখানে দুইজন পুরুষ ও একজন নারী মুক্তিযোদ্ধাকে দেখা যায় রাইফেল হাতে এগিয়ে যাচ্ছেন যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে। একইসাথে শান্তির প্রতীক হিসেবে তিনটি পায়রাকে ব্যবহার করা হয়েছে এবারের আলোকসজ্জায়। স্বাধীন দেশে সবার মাঝে শান্তির বার্তা পৌঁছে দিতেই উড়ন্ত পায়রার এমন সংযোজন।

আলোকসজ্জার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষগুলোর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সৃজনশীল চিন্তাচেতনায় বিশেষ বিশেষ জাতীয় দিবসে রঙিন হয়ে ওঠে ব্যাংক ভবন। বর্ণিল এ সাজ ইতোমধ্যেই সবার নজরও কেড়েছে বেশ। সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় দিবসে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় আলোকসজ্জার কথা উঠলেই উদাহরণ হিসেবে চলে আসে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রঙিন আলোকসজ্জার কথা। এমনকি আলোকসজ্জার এ জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কারও পেয়েছে বেশ ক'বার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ই-মেইল : bank.parikroma@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১২৩/১, আরামবাগ, ঢাকা।